



المعرفة

মারিফাত

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

المعرفة মারিফাত

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল-মুনীর



মারিফাত (المعرفة) বা গোপন জ্ঞান

الحمد لله حمدا يرضاه الصلاة والسلام علي رسوله اما بعد

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَضَلَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি, তাদের জলে ও স্থলে বিচরন করার সুযোগ দিয়েছি, এবং অন্য অনেক সৃষ্টির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

(বনী ইসরাইল / ৭০)

সৃষ্টি লগ্ন হতেই মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান বুদ্ধি ব্যবহার করে অন্যান্য প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব করে আসছে। গাধা, ঘোড়া থেকে শুরু করে সুবৃহত ঐরাবত পর্যন্ত মানুষের আনুগত্য করতে বাধ্য হয়। শুধু প্রাণী নয় জড় বস্তুকেও মানুষ স্বীয় বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজের খিদমতের জন্য প্রস্তুত করে। লোহা কাঠ দ্বারা প্রকাণ্ড জাহাজ নির্মান করে সমুদ্র যাত্রা করে, শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য বিভিন্ন মারনাস্ত্র তৈরী করে। দৈনন্দিন জীবনের অতি প্রয়োজনীয় কাজ সমূহ সহজে সামাধান করার মত সকল চিন্তা চেতনাই আল্লাহ (ﷻ) মানুষের মস্তিষ্ক অভ্যন্তরে গ্রথিত করে দিয়েছেন।

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

তিনি আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন

(বাকারা / ৩৫)

কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মানুষ নিরেট বোকার পরিচয় দেয়। মহা সম্মানিত আল্লাহর ইবাদত করার পরিবর্তে যখন কাঠ পাথরের তৈরী মূর্তির ইবাদত করে তখন মানুষের চিন্তা চেতনা বা স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি অসার প্রমাণিত হয়। জড় বস্তু দ্বারা সামিরী যে গো বাছুরটি তৈরী করেছিল সেটি হতে এক প্রকারের শব্দ নির্গত হতে দেখেই মুসা (ﷺ) এর সম্প্রদায় ধোকায়ে পড়ে গেল। তারা সেই গো মূর্তিটিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে শুরু করল।

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا

তারা কি এটাও লক্ষ করল না যে, (গো বাছুরটি) তাদের সাথে কথাও বলতে পারে না আর তাদের

কোনো বিষয়ে সঠিক পথের সন্ধান দিতেও সক্ষম নয়!

(আরাফ / ১৪৮)

এত অক্ষমতা সত্ত্বেও শুধু মাত্র জড় বস্তুকে চিৎকার করতে দেখেই অবাক হয়ে তার ইবাদতে মন প্রান নিমগ্ন করাটা নিশ্চয় নিরুদ্ভিতা। একটা অবাক কিছু দেখে নির্বাক হওয়াটা অবশ্য সাভাবিক কিন্তু তাই বলে বেবাক কিছু ভুলে আশ্চর্য জিনিসটিকে অর্চনা করা নিশ্চয় মার্জনীয় নয়। তবু মানুষ এই অমার্জনীয় অপরাধ বারবার করে থাকে। একজন ব্যক্তি হয়ত বনে জঙ্গলে বা গোরস্থানে রাত্রি যাপন করে অথবা প্রকাশ্য দিবালোকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে জিকিরের তালে মাতাল হয়ে লোক সম্মুখে নৃত্য করে। একদল লোক পাওয়া যাবে যারা বলবে এই ব্যক্তি আল্লাহর ওলী।

- কেন? এই ব্যক্তি আল্লাহর ওলী হওয়ার কারণ কি?

কারণ সে লাজ লজ্জা ভুলে এই স্থগিত কাজ করেছে। এই প্রশ্নের যদি এই উত্তর হয় তবে সেটা কোন পর্যায়ের নিরুদ্ভিতা হয়? লোক সম্মুখে খোলা শরীরে ঘোরাঘুরি করা হারাম, নৃত্য করাও হারাম আর এই অবস্থায় আল্লাহ আল্লাহ জিকির করা কুফরী এসব হারাম ও কুফরী কাজ করে কেউ আল্লাহর ওলী হতে পারে না এতটুকু বুদ্ধি যাদের নেই তাদের কিসের সাথে তুলনা করা যেতে পারে!

وَلَقَدْ دَرَأْنَا لَهُمْ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضَلُّ

আমি জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত করেছি এমন কিছু জিন ও মানুষকে যাদের অন্তর আছে কিন্তু তারা তার মাধ্যমে কিছুই বুঝতে পারে না, তাদের চোখ রয়েছে কিন্তু তারা দেখেনা তাদের কর্ণ রয়েছে কিন্তু তারা শোনে না ওরা চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তা হতেও নিকৃষ্ট।

(আরাফ / ১৭৯)

কোনো পাগল যদি ওলীতে গলীতে উলঙ্গ নৃত্য করে বেড়ায় তবে তার কোনো দোষ যে নেই তা ঠিক কিন্তু তাই বলে তাকে আল্লাহর ওলীই বা কেনো বলা হবে? পাগল পাগলামী করতেই পারে কিন্তু যেসব বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিরা পাগলের সাথে গলাগলি করে নর্তন কুর্দন করে তারা নিশ্চয় অপরাধী। শরীয়তের দৃষ্টিতে এধরনের কাজের কোনো যৌক্তিক কারণ খুজে পাওয়া যাবে না তা আমরা যেমন জানি এসকল অপরাধীরাও জানে তাইতো যখনই বলা হয়,

- এসব কাজ শরীয়ত বিরোধী।

তারা বলে,

- শুধু শরীয়ত দিয়ে সব কিছুর বিচার করা যায় না।

আপনি মনে করবেন না যে, এ কথা কেবল পা ফাটা মাঠে খাটা চাষা আর জ্ঞান ঈমানহারা নেড়া ফকীররা বলে থাকে। আরবী ব্যাকরণে আর হাদীস কোরআনে পারদর্শী পণ্ডিত বর্গের এক বৃহৎ অংশ এখন এসব ঈমান বিধ্বংসী সর্বনাশা আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে নিজেদের বিনাশ করছেন।

শরীয়ত দিয়ে সব কিছু বিচার করা যাবে না তবে কি দিয়ে করতে হবে? এ প্রশ্নে তারা বলেন, মারেফতই হলো আসল জ্ঞান আর শরীয়ত উপরের খোসা মাত্র। শরীয়ত এমন অনেক কিছু হারাম, শিরক, কুফর বলে যা মারেফতে পুরোপুরি সিদ্ধ কেবল তাই নয় বরং আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের প্রমাণ। এই যে দেখুন না হুসাইন ইবনে মানসুর আল হাল্লাজ দৃঢ় কঠোর ঘোষণা দিল “انا الحق” আমিই আল্লাহ আর সাথে সাথে শরীয়তের আলেমরা একমত হয়ে তাকে কাম্বির ফতওয়া দিয়ে হত্যা করল অথচ মারেফত মতে সে আল্লাহর ওলী এবং হাক্কুল ইয়াকীন স্তরের লোক। শরীয়তের আলেমরা মারেফতের এই নিগুঢ় রহস্য বুঝে উঠতে পারেনি (নাউয়ু বিল্লাহ) যে ইবনে আরাবী (মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী, আবু বকর ইবনে আরবী নয়) দ্যার্থ কঠোর ঘোষণা করেছে,

عقد الخلائق في الإله عقائدًا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه

সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন আকীদা স্থাপন করেছে তারা যা কিছু আকীদা রেখেছে আমি তার সবই মেনে নিচ্ছি (নাউয়ু বিল্লাহ)

(তারীখে যাহাবী, আসসাফাদিয়াহ - ইবনে তাইমিয়াহ, মাদারিজুস সালিকীন - ইবনে কয়্যিম)

তাসাউফ পন্থীদের নিকট এই ইবনুল আরাবী কেবল গ্রহণযোগ্য তাই নয় বরং তারা তাকে (الشيخ الأكبر) বা বড় শায়খ উপাধিতে ভূষিত করেছে। আবুল ফজল মুহাম্মদ আল আলুসী তাফসীরে রুহুল মাআনীতে বহুবার ইবনে আরবীকে এই উপাধীসহ উল্লেখ করেছেন যেমন তাহা/৬, হাজ্জ/২৩ ইত্যাদি আয়াতের ব্যাখ্যায়। আনওয়ার শাহ কাশমিরী জামে তিরমিযীর ব্যাখ্যা আল উরফু আশশাজীতে দশ এর অধিক বার ইবনে আরাবীকে এই উপাধিতে উল্লেখ করেছেন। আল আলুসী তাফসীরে রুহুল মাআনীতে উল্লেখ করেছেন ইবন আরাবী তার ফুতুহাতে সুরা ফাতিহার ব্যাখ্যাতে বলেছে,

.....صار العذاب نعيمًا وجهنم جنة ولا عذاب ولا عقاب إلا نعيم.....

একসময় জাহান্নামের আযাব শান্তিতে পরিনত হবে আর জাহান্নাম জান্নাতে পরিনত হবে তখন আযাব বা শান্তি বলে কিছুই থাকবে না তখন জাহান্নামের ভিতর কেবলই প্রশান্তি বিরাজমান থাকবে। (নাউয়ু বিল্লাহ)

(তাফসীরে রুহুল মাআনী সুরা ফাতিহার তিন নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)

অথচ আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা বলেন,

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ

অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরস্থায়ী হবে তাদের উপর জাহান্নামের শাস্তি কখনও সামান্যও শিথিল হবে না।

(যুখরুফ / ৭৫)

এ বিষয়ে আমাদের দলীল পেশ করার প্রয়োজন নেই কারণ তাফসীর প্রণেতা নিজেই সতর্ক করে বলেছেন

وإياك أن تقول بظاهره مع ما أنت عليه وكلما وجدت مثل هذا لأحد من أهل الله تعالى فسلمه لهم
بالمعنى الذي أرادوه مما لا تعلمه أنت ولا أنا لا بالمعنى الذي ينقذ في عقلك المشوب بالآوهام

সাবধান! তুমি (যেনো ইবনে আরবীর কথার) প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করো না যেহেতু তুমি একজন নগন্য ব্যক্তি আর যখনই তুমি আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট এমন (শরীয়ত বিরোধী) কথা শোনো তখন তুমি মনে করবে তুমি জানো না বা আমি জানি না এমন কোনো অর্থেই তারা কথাটি ব্যবহার করেছেন। খবরদার যেনো তাদের কথার এমন অর্থ করো না তোমার অপূর্ণ বোধ শক্তিতে যেটাকে নিন্দনীয় মনে হচ্ছে।

(তাকসীরে রুহুল মাআনী সুরা ফাতিহার তিন নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)

একবার চিন্তা করুন তো, একজন নিজেকে খোদা হিসাবে ঘোষণা করবে অন্যজন হিন্দু খৃষ্টান বৌদ্ধ সকল ধর্মকেই সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করবে অথবা কাফিররা দীর্ঘ কাল জাহান্নামে অবস্থান করার পর এক সময় জাহান্নামেই তারা জান্নাতের সুখ ভোগ করতে থাকবে এমন ফতওয়া দেবে এসব জানার পরও এসব পথভ্রষ্ট নাপাক লোক গুলোকে (أهل الله) আল্লাহ ওয়াল বা (الشيخ الأكبر) বড় শায়েখ বলে সম্মান করার মত দ্বিমুখীতা শরীয়তের কোন সূত্র অনুযায়ী শুদ্ধ প্রমাণিত করা যায়। শুধু তাই নয় বরং পাঠককে বারবার স্বরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ভুলেও যেনো মনে না করেন ইবনে আরাবী বা মানসুরে হাল্লাজ কুফরী কথা বলেছে এবং কাফির হয়ে গেছে বরং মনে করবেন তাদের কথা গুলোর অন্য কোনো অর্থ আছে যা আমি এবং রুহুল মাআনীর মত তাফসীর গ্রন্থের লেখকরা পর্যন্ত জানে না (পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আলআলুসী রুহুল মাআনীতে বলেছেন তুমি এবং আমি জানি না এর এমন অর্থই উদ্দেশ্য) সে অর্থ কেবল (أهل الذوق) বা মারিফাত বিদ্যায় সিদ্ধি অর্জনকারী পীর ফকীররাই জানে। কোরআনের তাফসীর পড়ে তো নয়ই বরং যিনি কোরআনের তাফসীর লেখেন বা হাদীসের সনদ ও মতন বিশ্লেষণ করে শত সহস্র পৃষ্ঠা নিঃশেষ করেন তিনিও ওসব মারেফতী পীর ফকীরদের সুক্ষ তত্ত্ব হতে সম্পূর্ণতই বেখবর। তাই শরীয়ত দিয়ে তাদের কথার বিচার করলে চরম অন্যায় হবে। তাদের কথা যেহেতু মারেফতী কথা সেটা মারেফতের আলোকেই বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। শরীয়তে তাদের কথা শিরক কুফরী মনে হলেও মারেফতের দৃষ্টিতে ওসব বেজায় উঁচু মাপের নীতি বাক্য।

কিন্তু কি এই মারেফত যার বদৌলতে এধরনের দাগী আসামীও মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তর দুভাবে দেওয়া যায়।

১. কোরআন হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে মারেফাত কি।

২. তাসাউফ পন্থির মারেফাত বলতে কি বোঝায়।

কোরআন হাদীসের আলোকে মারেফাত

আবরী মারিফা শব্দটি (ع- ر- ف) মাদ্দার মাসদার যার অর্থ কারও সম্পর্কে কোনো কিছু জানা বা তাকে চিনতে পারা। হজ্জের সময় মানুষ যে আরাফাতের ময়দানে মিলিত হয় সেই আরাফাত ও মারেফাত একই মাদ্দা হতে নির্গত। আরাফাতের ময়দানের নাম করন প্রসঙ্গে লিসানুল আরবে বলা

হয়েছে,

قيل سمي عرفة لأن الناس يتعارفون به وقيل سمي عرفة لأن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم عليه السلام فكان يريه المشاهد فيقول له أعرفت أعرفت؟ فيقول إبراهيم عرفت عرفت وقيل لأن آدم صلى الله على نبينا وعليه السلام لما هبط من الجنة وكان من فراقه حواء ما كان فلقها في ذلك الموضع عرفها وعرفته

বলা হয়ে থাকে এ ময়দানের নাম আরাফাত হয়েছে কারণ মানুষ এখানে পরস্পরের সাথে পরিচিত হয় কেউ কেউ বলে জিব্রাইল (عليه السلام) ইব্রাহিম (عليه السلام) কে সাথে নিয়ে তাওয়াফ করছিলেন আর বিভিন্ন স্থান দেখিয়ে প্রশ্ন করছিলেন আ আরাফত (আপনি কি চিনতে পেরেছেন) ইব্রাহীম (عليه السلام) বলছিলেন আরফত আরাফত (আমি চিনতে পেরেছি, আমি চিনতে পেরেছি) একারণে এ স্থানের নাম হয় আরাফাত। কেউ কেউ বলেন আদম (عليه السلام) যখন জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নেমে আসেন তখন বেশ কিছু দিন হাওয়া (عليه السلام) এর সাথে তার দেখা হয়নি পরে এ স্থানে তাদের দেখা হয় ফলে তিনি হাওয়া (عليه السلام) কে চিনতে পারেন আর হাওয়া (عليه السلام) ও তাকে চিনতে পারেন।

(লিসানুল আরাব)

ইমাম রাগীব আল ইস্পাহানী বলেন,

وقيل: سميت بذلك لوقوع المعرفة فيها بين آدم وحواء

অনেকে বলেন এ স্থানটির নাম আরাফাত হওয়ার কারণ এখানে আদম ও হাওয়ার মধ্যে মারেফাত (পরিচয়) হয়েছিল।

(মুফরাদাতু আলফাজিল কুরআন)

তিনি অন্য স্থানে বলেন,

المعرفة والعرفان: إدراك الشيء بتفكير وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار

(معرفة) মারিফাত এবং ইরফান (العرفان) অর্থ কোনো বস্তুর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করে সেটি চিনতে পারা। আর এটা জ্ঞানের (علم) একটা শাখা। এর বিপরীত শব্দ হলো (الإنكار) ইনকার (যার অর্থ কোনো কিছু অচেনা অজানা থাকা)

(মুফরাদাতু আলফাজিল কুরআন)

সুতরাং মারেফাত (معرفة) অর্থ হলো চিনতে পারা। মারেফাতুল্লাহ (معرفة الله) অর্থ হলো আল্লাহকে চিনতে পারা, আল্লাহর গুণাবলীসমূহ তার কমলতা ও কঠোরতা, দয়া ও ক্ষমা, তিনি কি পছন্দ করেন, কি অপছন্দ করেন ইত্যাদি বিষয়ে ধারণাকেই মারেফাত বলা হয়।

ইমাম রাগীব বলেন,

والعارف في تعارف قوم: هو المختص بمعرفة الله، ومعرفة ملكوته، وحسن معاملته تعالى

এক শ্রেণীর লোকেরা আরিফ বলতে কেবল তাকেই বোঝায় যিনি আল্লাহর সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জানেন তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে পরিচিত এবং আল্লাহর (বিধিবিধান আদেশ নিষেধের) সাথে

কি ধরনের আচারণ সঙ্গত সে বিষয়েও তিনি জানেন।

(মুফরাদাতে আলফাজিল কুরআন)

আল্লাহ (ﷻ) এর গুণাবলী, আদেশ নিষেধ, পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে ছোটো বা বড় কোনো কিছুই আমরা জানতে পারি না যতক্ষণ না তিনি মানুষের মধ্যে একজন রসুল মনোনিত করেন এবং তার প্রতি ওহী করেন।

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُسْتَقِيمٍ [الشورى/ ৫২]

এভাবেই আমি তোমার প্রতি আমার আদেশ ওহী করি তুমি তো পূর্বে জানতেই না কিভাবে কি আর ইমান কি! বরং আমি এটাকে করেছি নুর যাতে আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারি আর নিশ্চয় তুমি সঠিক পথের দিকেই পরিচালিত করো।

(শুরা / ৫২)

সুতরাং আল্লাহ (ﷻ) ওহীর মাধ্যমে তার শরীয়ত নাযিল করার আগে এমনকি রসুলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত তার পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন পরে আল্লাহ (ﷻ) তাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন এবং অজানা বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন এমনকি তিনি হয়েছেন (سيد ولد آدم) সর্বশ্রেষ্ঠ আদম সন্তান আলইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আল্লাহ (ﷻ) নিজের পরিচয় সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন তারপর তিনি যাকে শিখিয়েছেন সেই রসুল (ﷺ) তার রব সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন,

إِن اتَّقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُم بِاللَّهِ أَنَا

আমিই তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করি এবং তার সম্পর্কে বেশি জানি।

(সহীহ বুখারী কিতাবুল ইমান বাবু কওলিন নাবিয়্যি আনা আ'লামুকুম বিল্লাহ....)

সুতরাং এখন যদি কেউ আল্লাহর মারেফাত হাসীল করতে চায় তবে তাকে আল্লাহর কিতাব কোরআন এবং রসুল (ﷺ) এর মুখ নিঃস্বরিত বাণীর উপর নির্ভর করতে হবে। কোরআন হাদীস সম্পর্কে যে যত বেশি জানে সেই আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে বেশি অবগত। আল্লাহ তার কিতাবের বহু স্থানে নিজের পরিচয় ব্যাক্ত করেছেন,

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي [طه/ ১৪]

নিশ্চয় আমিই আল্লাহ আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই অতএব আমাকেই ইবাদত করো আর আমার স্বরনের উদ্দেশ্যে সলাত কায়েম করো। (তাহা/১৪)

إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [النمل/ ৯]

নিশ্চয় আমিই আল্লাহ প্রকট ও প্রজ্ঞার অধিকারী (নামল / ৯)

إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [القصص/ ৩০]

নিশ্চয় আমিই আল্লাহ সমস্ত বিশ্বের রব (কাসাস / ৩০)

وَأَنِّي لَعَفَّارٌ [طه/৮২]

নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল (তাহা/৮২)

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (৬৭) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ [الحجر/৬৭, ৬৮]

আমার বান্দাদের বলে দাও আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু তাদের আরও বলো যে আমার শাস্তিও ভয়ংকর। (হিজর/৬৭,৬৮)

এভাবে প্রতিটি আয়াত আল্লাহর কোনো না কোনো গুণাবলী, আদেশ নিষেধ, পছন্দ অপছন্দের কথা ব্যক্ত করে। সম্পূর্ণ কোরআনটাই আমাদের নিকট আল্লাহ (ﷻ) কে পরিচিত করার জন্যই নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহর রসুল (ﷺ) তার নবুয়তী জিন্দেগীর পুরো সময়টা বান্দার সাথে আল্লাহর পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি (ﷺ) খুবই সতর্ক ছিলেন যাতে আমাদের নিকট আমাদের রব সম্পর্কে কোনো প্রয়োজনীয় কথা অজানা না থাকে। তিনি (ﷺ) দাজ্জাল সম্পর্কে বলেন,

إِنِّي لَأُنْذِرُكُمْ مِمَّا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيُّ قَوْمِهِ تَعْلَمُوا أَنَّهُ أَغْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَغْوَرَ

আমি তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছি আমার পূর্বে যে নবীই গত হয়েছে সে তার সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেছে কিন্তু আমি তোমাদের এমন একটি বিষয় বলে যাব যা অন্য কোনো নবী বলেননি শুনে নাও দাজ্জাল কানা হবে আর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা কানা নন।

(মুসলিম কিতাবুল ফিতান বাবু ইবনি সায্যাদ)

কোরআন হাদীস সম্পর্কে জানা এবং শরীয়তের উপর পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত থাকা ছাড়া মারেফাত হাসীল হতে পারে না কারণ যে আল্লাহকে ভয় করে না, তার হুকুম আহকাম বিধি বিধান মেনে চলে না সে যে আল্লাহকে চিনতে পারেনি তা নিশ্চিত।

بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (৬৬) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [الزمر/৬৬, ৬৭]

তুমি আল্লাহকেই ইবাদত করো এবং শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও তারা আল্লাহর যোগ্য সম্মান দিতে পারেনি অথচ কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তার মুষ্টিতে আবদ্ধ থাকবে এবং আসমান সমূহ তার ডান হাতে গুটানো থাকবে। তারা যা শিরক করে তিনি তা হতে পবিত্র। (যুমার / ৬৬,৬৭)

যেসব নারী পুরুষ একত্রে অঙ্ককারে মিলিত হয়ে নৃত্যের তালে তালে জিকির করে, যারা কোরআন হাদীস পরিত্যাগ করে সকাল সন্ধ্যা শায়েখের দেওয়া অজীফা পাঠে মনোনিবেশ করে, কবরে সাজদা করে, শরীয়ত বিরোধী ছোটো বা বড়ো যে কোনো ধরনের অপরাধে লিপ্ত হয়ে মারেফাত হাসীলে চেষ্টা করে এরা আল্লাহকে চিনতে পারেনি আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তারা পুরোপুরি অজ্ঞ তার শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কেও তারা উদাসীন। এরা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে এবং শরীয়ত

বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছে। এরা আল্লাহকে যোগ্য সম্মান দিতে পারেনি আল্লাহর আদেশের অনুগত হওয়া এবং নিষিদ্ধ কাজ সমূহ বর্জন করাই হলো আল্লাহর সম্মান বজায় রাখা। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

প্রতিটি রাজার সংরক্ষিত এলাকা থাকে আর আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তার পক্ষ থেকে হারাম করা বিষয় সমূহ।

(মুসলিম কিতাবুল মুসাকাত বাবু আখযিল হালাল)

একজন রাজার সংরক্ষিত এলাকাতে প্রবেশ করলে যেমন তাকে অসম্মান করা হয় আল্লাহ (ﷻ) যা হারাম করেছেন তাতে লিপ্ত হওয়াটাও প্রমাণ করে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় জানে না, তার মারেফাত হাসীল হয়নি বরং সে এখনও গফলাতের মধ্যে রয়েছে। মারেফাত হলো আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সপে দেওয়া। রসুলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক বর্ণিত আছে,

تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة

যখন তোমার সুযোগ থাকে তখন আল্লাহর নিকট পরিচিত হও (তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদত করো) তবে তিনি কঠিন সময়ে তোমাকে চিনবেন (সাহায্য করবেন)

(মুত্তাদারাকে হাকিম)

ইবনে আছীর এই হাদীস প্রসঙ্গে বলেন,

أَيُّ أَجْعَلُهُ يَعْرِفُكَ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ فِيمَا أَوْلَاكَ مِنْ نِعْمَتِهِ فَإِنَّهُ يُجَازِيكَ عِنْدَ الشَّدَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

এই হাদীসের অর্থ হলো যখন আল্লাহ (ﷻ) তোমাকে তার নিয়ামতের মধ্যে রাখেন তখন তুমি আনুগত্য ও ভাল আমলের মাধ্যমে তার সাথে পরিচিত হও ফলে তিনি দুনিয়া বা আখিরাতের কঠিন সময়ে তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন।

(আন-নিহাইয়া)

আল্লাহ (ﷻ) কে যে চিনতে পেরেছে যার অন্তরে তার মারেফাত হাসীল হয়েছে সে ভীত ও বিনম্র হয় আল্লাহর নাম শুনলে তার অন্তর প্রকম্পিত হয় কোরআনের আয়াত পাঠ করা হলে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [الأنفال/ ২]

মুমিন তো তারাই আল্লাহর নাম শুনলে যাদের অন্তর কেপে ওঠে এবং তার আয়াত তেলাওয়াত করলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। (আনফাল / ২)

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (١٥) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (١٦) قَلَّا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٧) [السجدة/١٥-١٧]

মুমিন তো কেবল তারাই যারা আমার আয়াত দ্বারা উপদেশ দেওয়া হলে সাজদায় পড়ে যায় এবং তাদের রবের প্রশংসার তাসবীহ করে আর তারা অহংকার করে না। তাদের শরীর বিছানা হতে পৃথক থাকে তারা তাদের রবকে ডাকে ভীত ও আশান্বিত অবস্থায় আর আমি যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। অতএব কেউ জানে না আমি তাদের আমলের বিমিময় হিসাবে তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কি নিয়ামত লুকিয়ে রেখেছি।

(সাজদা/১৫-১৭)

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَنَّبْنَا إِذَا ثَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (٥٨) فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا [مريم/ ٥٨, ٥٩]

ওরাই হলো আদমের বংশধরদের মধ্য হতে বা নুহ এর সাথে যারা নৌকাতে আরহন করে মুক্তি পেয়েছিল বা ইব্রাহীম ও ইসরাইলের বংশধরদের মধ্য হতে আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত নবীরা যাদের আমি হিদায়েত দিয়েছিলাম এবং বাছায় করেছিলাম যখনই তাদের সম্মুখে আমার আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় সাজদা অবনত হয়। তাদের পরে এমন কিছু লোক আসলো যারা সলাত পরিত্যাগ করলো এবং কামনা বসনার অনুসরণ করলো ফলে অবশ্যই তারা “গয়”(غِيًّا) নামক ভয়ংকর জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(মারইয়াম/৫৮, ৫৯)

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ [المائدة/ ৮৩, ৮৪]

যখনই তারা রসুলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা শোনে তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রু বিসর্জন করে যেহেতু তারা হককে চিনতে পেরেছে।

(মায়দা / ৮৩, ৮৪)

সুতরাং আল্লাহ (ﷻ) এর মারেফাত হাসীল হলে, তার বিধি বিধান ও কর্তৃত্বের পরিচয় পেলে বাদরের মত লাফিয়ে লাফিয়ে আনাল হক আনাল হক (আমিই আল্লাহ আমিই আল্লাহ) বলতে হবে বা দীন ঈমান সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করতে হবে আমরা এমন মারেফাতে বিশ্বাসী নয় বরং যে বান্দা আল্লাহকে চেনে না, যার মারেফাত হাসীল হয়নি, যে আল্লাহ সম্পর্কে জানে না, সে সহজেই আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে পারে কিন্তু যার মারেফাত যত বেশি সে তত বেশি আল্লাহর অনুগত হবে। চুল পরিমান অন্যায় কর্মও তার পক্ষে সম্ভব হবে না এটাই প্রকৃত মারেফাত।

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَبِقَافًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ [التوبة/ ৭৭]

গ্রাম্য লোকেরা কুফরীতে বেশি পটু এবং এটাই স্বভাবিক যে আল্লাহ তার রসুলের উপর যে সব বিধি বিধান নাযিল করেছেন তা সম্পর্কে তারা জানবে না।

কিন্তু কি আশ্চর্য যে, তাসাউফ পন্থীদের মতে মারেফতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে একজন ওলী কুফরী বুলী বলতে থাকেন। তাহলে এই ব্যক্তির এই মারেফত কি কাজে আসলো? তার জন্য গ্রাম্য লোকদের মত অজ্ঞ থাকলেই তো ভাল হত। জ্ঞান তো আমল করার জন্যই অর্জন করা হয়। সেই জ্ঞানের কি মূল্য আছে যা অর্জন করলে হক পন্থি লোকও ফিরআউনের মত আনালা হক আনালা হক জিকির শুরু করে?

তাসাউফ পন্থীদের নিকট মারেফাত

তাসাউফ পন্থীদের মতে মারেফাত হলো কোরআন হাদীসের বাইরে একপ্রকার গোপন জ্ঞান শরীয়তের আলেমরা যার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না। শুধু আলেমরা কেনো সয়ং রসুল (ﷺ) নিজেও অত সুক্ষ বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন না (নাউয়ু বিল্লাহ)। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ মাজমুআএ ফতওয়ার ভিতর বলেছেন, ইবনে আরাবী এবং তার অনুসারীরা বলেছে ওলীরা নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কারণ ওলীরা সরাসরি সেই স্থান থেকে জ্ঞান অর্জন করে যেখান থেকে ফেরেস্তা ওহী গ্রহণ করে। (নাউয়ু বিল্লাহ)

ইবনে আরবী বলেছে,

خضنا بحرا الانبياء بساحله

আমরা এমন এক সমুদ্রে অবস্থান করছি নবীরা যার কিনারা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন মাত্র। (নাউয়ু বিল্লাহ)

ছানাউল্লা পানিপথী ফার্সী ভাষায় লেখা কিতাব মা লা বুদ্দা মিনহুতে বলেন,

نور باطن ببيغمبر صلى الله عليه وسلم از سینی درویشان باید جست و بدان نور سینی خود را روشن باید کرد تا که هر خیر و شر بفراسته صحیحة دریافت شود

পায়গম্বর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোপন নূর দরবেশদের সিনা (বুক) হতে তালাশ করো এবং সেই নূর দ্বারা আপন সিনা প্রজ্বলিত করো তাহলে সমস্ত ভাল মন্দ সঠিক দূরদৃষ্টির মাধ্যমে অবগত হতে পারবে।

(মা লা বুদ্দা মিনহু)

কোরআন হাদীসের সাহায্য ছাড়াই কাশফ ইলহামের মাধ্যমে সত্য অবগত হওয়ার এই দ্রাস্ত আকীদাই এই শ্রেণীর তাসাউফ পন্থীদের পথভ্রষ্ট করেছে। এমনকি এরা শেষ পর্যন্ত কাশফের মাধ্যমে জাল হাদীসকে সহীহ করে ছেড়েছে।

আল আলুসী রুহুল মায়ানীতে (كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف) আমি গোপন ভান্ডার ছিলাম পরে আমি ইচ্ছা করলাম আমাকে কেউ চিনুক তাই আমি সৃষ্টি করলাম যাতে আমাকে চেনা হয় এই হাদিস প্রসঙ্গে বলেন,

فقال ابن تيمية : إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف ، وكذا قال الزركشي والحافظ ابن حجر . وغيرهما : ومن يرويه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلاً

لكن يقول : إنه ثابت كشفاً ، وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر قدس سره في الباب المذكور ، والتصحيح الكشفي شنشنة لهم

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন এটা নবী (ﷺ) এর কথা নয় এর সহীহ বা জইফ কোনো সনদ নেই ঝারকাশী ও ইবনে হাজার এবং অন্যান্যরা একই কথা বলেছেন যে সব সুফীরা এই হাদীস বর্ণনা করে তারাও স্বীকার করেন যে এটা সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত নয় তবে তারা বলেন এটা কাশফের মাধ্যমে প্রমাণিত শায়খে আকবার এ বিষয়ে স্পষ্টভাবেই একথা বলেছেন আর কাশফের মাধ্যমে হাদীস সহীহ করা সুফীদের এমন অভ্যাস যা তারা প্রায়ই করে থাকে ।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী যারিয়াত/৫৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)

সমস্ত মুহাদ্দিসীনদের নিকট যে হাদীস জাল সেই হাদীসকেই কাশফের মাধ্যমে সহীহ বলার ঘটনা যেমন হাস্যকর তেমনি বেদনাদায়ক তবু আলুসী স্বীকার করলেন যে ইবনে আরাবী তার ফুতুহাতে এমন পাগলামী করেছে আর তা সত্ত্বেও তিনি আবার ইবনে আরাবীকে শায়খে আকবার উপাধীতে সম্মোধন করলেন ইমাম শাফেয়ী কত সুন্দরই বলেছেন

ولو تصوف رجل أول النهار لم يأت الظهر إلا وهو أحرق

যদি কোনো লোক সকালে তাসাউফে প্রবেশ করে তবে দুপুর হওয়ার আগেই সে আহমক হয়ে যায় ।

(সিফাতুস সফওয়া ইবনুল জাওয়ী)

শুধু জাল হাদীসকে সহীহ বলা বা জাহান্নামকে জান্নাতে রূপান্তরিত করা নয় শেষ পর্যন্ত এরা সমগ্র সৃষ্টিকেই খোদা বলে ঘোষণা করে । আবিষ্কার করে ওয়াহদাতুল উযুদ (وحدة الوجود) বা একক অস্তিত্বের মতবাদ ।

ইবনে হাযার বলেন,

المراد بتوحيد الله تعالى الشهادة بأنه اله واحد وهذا الذي يسميه بعض غلاة الصوفية توحيد العامة وقد ادعى طائفتان في تفسير التوحيد امرين اخترعهما أحدهما تفسير المعتزلة كما تقدم ثانيهما غلاة الصوفية فان اكابرهم لما تكلموا في مسألة المحو والفناء وكان مرادهم بذلك المبالغة في الرضا والتسليم وتقويض الأمر بالغ بعضهم حتى ضاهى المرحنة في نفي نسبة الفعل إلى العبد وجر ذلك بعضهم إلى معزرة العصاة ثم غلا بعضهم فعذر الكفار ثم غلا بعضهم فزعم ان المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود وعظم

তাওহীদ অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এটাকেই এক শ্রেণীর সুফী নিম্ন শ্রেণীর লোকদের তাওহীদ বলে দুটি দল তাওহীদ সম্পর্কে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছে প্রথমত মুতাজিলারা যেমনটি আমরা আগেই বলেছি আর অন্যটি হলো চরমপন্থী সুফীরা যখন তাদের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়ার কথা বলল তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল বেশি বেশি আনুগত্য করে নিজেকে আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে পেশ করে দেওয়া (তারা সত্যি সত্যিই আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়া উদ্দেশ্য করেনি) কিন্তু সুফীদের একদর বাড়াবাড়ি করল (তারা সত্যি সত্যিই আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়ার মতবাদে বিশ্বাসী হলো) এমনকি তারা মুরজিয়াদের মত

বাড়াবাড়ি করল এবং কোনো কাজই বান্দা করে না বরং আল্লাহ করেন এই মতবাদে বিশ্বাসী হলো ফলে তারা পাপীদের দোষ দিতো না এমনকি তাদের একটি দল কাফিরদেরকেও নির্দোষ মনে করত। তারপর তারা আরও বাড়াবাড়ি করল তারা বলতে শুরু করল তাওহীদ অর্থ হলো ওয়াহদাতুল উয়ুদ (وحدة الوجود) বা জগতে যা কিছুই অস্তিত্ব আছে সব কিছুকেই আল্লাহ মনে করা। (নাউয়ু বিল্লাহ)

(ফাতহুল বারী ইবনে হাযার)

ইবনে আরাবী বলেছে,

ما أدم في الكون ما إبليس ما ملك سليمان وما بلقيس
الكل إشارة وأنت المعنى يا من هو للقلوب مغناطيس

আদম কিছুই না ইবলিশও কিছুই না বাদশা সুলাইমান বা রানী বিলকিস কেউ কিছু না সবই ইশারা মাত্র আর আপনিই (আল্লাহ) উদ্দেশ্য আপনি অন্তরের জন্য চুম্বক স্বরূপ।

চিন্তা করুন ইবলিশও আল্লাহর একটি রূপ (নাউয়ু বিল্লাহ)

এই কবিতাটি উল্লেখের পর আলআলুসী বলেন,

وأكثر كلامه قدس سره من هذا القبيل بل هو أم وحدة الوجود وأبوها وابنها وأخوها وإياك أن تقول كما
قال ذلك الأجل حتى تصل بتوفيق الله تعالى ما إليه وصل

তার বেশির ভাগ কথাই এধরনের (সব কিছুতেই আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে) বরং তিনি ওয়াহদাতুল উয়ুদের মা বাবা পুত্র এবং ভাই। (অর্থাৎ ওয়াহদাতুল উয়ুদ বা একক অস্তিত্বের মতবাদের সাথে তার এতটাই নিবিড় সম্পর্ক) খবর দার তুমি যেনো এমনটি বলো না যেমনটি এই মহান ব্যক্তি বলেছেন যতক্ষণ না তিনি যে স্তরে পৌঁছেছিলেন তুমিও সে স্তরে পৌঁছাও।

(রুহুল মাযানী)

সম্ভবত অনেক পাঠক চিন্তা করবেন তারা যে স্তরে পৌঁছেছিল সে স্তরে পৌঁছালে এমন কি দেখা যাবে, এমন কি গোপন তত্ত্ব জানা যাবে? এবিষয়টি স্পষ্ট হবে রুহুল মাযানীতে বর্ণিত যে কবিতাটিকে তিনি জয়নুল আবেদীনের নামে বর্ণনা করেছেন সেই কবিতাটিতে।

فرب جوهر علم لو أبوح به لقليل لى : أنت ممن يعبد الوثنا
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أفتح ما يأتونه حسنا

এমন অনেক মূল্যবান জ্ঞান আছে যা প্রকাশ করলে আমাকে বলা হবে তুমি মূর্তি পূজারী আর মুসলিমরা আমার রক্ত হালাল মনে করবে (আমাকে হত্যা করবে) আর এই চরম নিকৃষ্ট কাজকে তারা উত্তম মনে করবে।

(রুহুল মাআনী)

এই কবিতাটি উল্লেখ করার পর তিনি বলেছেন,

এইসব গোপন জ্ঞানের মধ্যে ওয়াহদাতুল উয়ুদ (একক আন্তিত্বের দর্শন) অন্তর্ভুক্ত।

জায়নুল আবেদীনের নামে এই কবিতাটি বর্ণনা করে সুফীরা প্রচুর ফায়দা লুটে থাকে। কবিতাটি মানসুরে হাদ্বাজ বা ইবনে আরাবীর মত সকল পথভ্রষ্ট যিন্দীকের পক্ষে ব্যবহার করা হয়। আব্বাহর কসম আমরা এমন কোনো গোপন জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিনা যা শরীয়তের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও প্রসংশিত হবে। কিন্তু তাসাউফ পন্থীর স্বীকার করে। তারা বলে আমাদের যেসব কাজ তোমাদের নিকট হারাম কুফর মনে হয় তোমরা সেসব কাজের নিন্দা করো না কারণ ও বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই আমরা মারেফতের তথ্য অনুযায়ী ওসব করে থাকি। প্রকাশ্যে কোনো মুরীদের স্বীকৃতি সহিত জিনা করার পরও আমাদের ওলীত্বে কোনোরূপ কমতি ঘটেনা। ইসলামের সম্মানিত বিষয়কে অপমানিত করলে বা সমস্ত আলেমদের বিপরীতে ফতওয়া দিলেও আমাদের কোনো অপরাধ হয় না কারণ সমস্ত আলেমরা একপথে আর আমরা তা হতে ভিন্ন গোপন জ্ঞানের অধিকারী।

আব্বাহ (ﷺ) বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ [الأنعام/ ৯৩]

তার চেয়ে অধিক জালেম কে আছে যে আব্বাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলে অথবা বলে আমার উপর ওহী হয়েছে অথচ তার উপর কিছুই ওহী হয়নি আর যে বলে আব্বাহ যা নাযিল করেছেন আমি তার সমপর্যায়ের কিছু নাযিল করতে সক্ষম। (সুরা আনআম / ৯৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল কুরতুবী বলেন,

قلت: ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول: وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفاتها من الأقدار وخلوها من الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة، إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص، فلا يحتاجون لتلك النصوص. وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون (١)، ويستدلون على هذا بالخضر، وأنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم، عما كان عند موسى من تلك الفهم. وهذا القول زندقة وكفر، يقتل قائله ولا يستتاب، ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب، فإنه يلزم منه هدم الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم.

এর মধ্যে তারাও অন্তরভুক্ত যারা হাদীস ফিকহ ও পূর্ববর্তী আলেমগণ যে পথে ছিলেন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে আমার অন্তরে এমন ধারণা হয়েছে অথবা আমার অন্তর আমাকে এই খবর দিয়েছে। তারা তাদের অন্তরে যা উদ্ভূত হয় এবং অনুমানে যা শক্ত মনে হয় সেই অনুযায়ী কথা বলে এবং দাবী করে যেহেতু তাদের অন্তর সমস্ত প্রকারের কলুষতা হতে পবিত্র এবং আব্বাহ ছাড়া অন্য সকলের চিন্তা হতে মুক্ত তাই তাদের নিকট আসমানী জ্ঞান ও রব্বানী তথ্য প্রকাশিত হয় ফলে তারা সমস্ত বস্তুর গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত হয় এবং প্রতিটি শাখা প্রশাখায় কি বিধান তা তারা

জানতে পারে ফলে শরীয়তের কোনো কিছুর প্রতি তারা মুখাপেক্ষী নয়। তারা এও বলে যে, শরীয়তের এসব বিধি বিধান কেবল নিম্ন স্তরের লোকদের জন্য প্রযোজ্য এর মাধ্যমে বোকা ও সাধারণ লোকদের বিচার করা হবে কিন্তু আল্লাহর ওলী ও বিশেষ ব্যক্তিদের এসব কোরআন হাদীসের দলীলের কোনো প্রয়োজন নেই তারা যা বলে তার মধ্যে এসেছে “যত মুফতীই তোমাকে ফতওয়া দিক তুমি তোমার অন্তরের নিকট ফতওয়া চাও ” তারা এ বিষয়ে খিজির (عليه السلام) কে দলীল হিসাবে পেশ করে তারা বলে তিনি তো মুসা (عليه السلام) এর শরীয়তের প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন না বরং তার নিকট যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল তাই তার জন্য যথেষ্ট হতো। এ ধরনের কথা কুফরী ও নাস্তিকতা যে এমন বলবে তাকে হত্যা করা হবে তাকে তওবা করতেও বলা হবেনা তার সাথে কোনরূপ আলোচনারও প্রয়োজন নেই। কেননা এ ধরনের চিন্তা চেতনা শরীয়তকে ধ্বংস করে এবং প্রমাণ করে যে, আল্লাহর নবী (ﷺ) এর পরও নবী আসবে।

(তাকফীরে কুরতুবী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়)

তাসাউফ পন্থীদের দলীল

সুফীরা খিজির (عليه السلام) এবং উয়াইস আল কারনী (ع) এর ঘটনাকে দলীল হিসাবে পেশ করে। এই দুটি ঘটনা তারা এত বেশি উল্লেখ করে যে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে আলেম ওলামা পর্যন্ত মনে করেন আসলেই ঘটনাদুটিতে মারেফতের পক্ষে দলীল রয়েছে অথচ বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই দুজন মহান ব্যক্তির কাজে মোটেও গোপন জ্ঞান বা মারেফতী তত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না বরং তাদের কাজ পুরোপুরি শরীয়ত সম্মত ছিল।

খিজির (عليه السلام) এর ঘটনা

প্রথমে খিজির (عليه السلام) এর কথা ধরা যাক। সুরা কাহফের ৬০ থেকে ৮২ নং আয়াতে মুসা (عليه السلام) এর সাথে খিজির (عليه السلام) এর ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত একটি হাদীসে আরও বিস্তারিত ভাবে ঘটনাটি এসেছে।

মুসা (عليه السلام) কে কেউ একজন প্রশ্ন করল,

- (أي الناس أعلم) মানুষের মধ্যে কে বেশি জ্ঞানী ?

তিনি বললেন,

- আমি।

তার উচিত ছিল এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহই ভাল জানেন বা এমন কিছু বলবেন। যেহেতু তিনি বিষয়টি আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেননি তাই আল্লাহ (ﷻ) তার উপর রাগান্বিত হলেন এবং বললেন,

إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك

দুই সমুদ্রের মিলন স্থলে আমার এক বান্দা আছে যে তোমার চেয়েও বেশি জ্ঞানী।

মুসা (عليه السلام) বললেন,

لَا أُبْرِحُ حَتَّىٰ أَتْلُعَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا [الكهف/٦٠]

দুই সমুদ্রের মিলন স্থলে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না প্রয়োজন হলে আমি যুগের পর যুগ চলতে থাকব।

(কাহফ/৬০)

তারপর তিনি খিজির (عليه السلام) এর সাথে মিলিত হয়ে বললেন,

هَلْ أَتَبِعَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُلَنَا [الكهف/৬৬]

আমি কি আপনার সঙ্গি হব, এই শর্তে যে, আপনাকে যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান শেখানো হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দেবেন?

(কাহফ/৬৬)

খিজির (عليه السلام) বললেন,

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (৬৭) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا [الكهف/৬৭, ৬৮]

আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। আপনি যে বিষয়ে জানেন না সে বিষয়ে কিভাবে ধৈর্য ধারণ করবেন!

(কাহফ/৬৭, ৬৮)

তিনি আরও খুলে বললেন,

يَا مُوسَىٰ إِنِّي عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلِمْنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ عِلْمُكَ لَا أَعْلَمُهُ

হে মুসা আমি আল্লাহর পক্ষ হতে এমন এক জ্ঞানের উপর আছি যা তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন তুমি তা জানো না আর তোমাকে আল্লাহ এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যা আমি জানি না।

(বুখারী)

কিন্তু মুসা (عليه السلام) ওয়াদা করলেন যে, তিনি ধৈর্য ধারণ করবেন ফলে খিজির (عليه السلام) তাকে সঙ্গে নিলেন তবে শর্ত হলো তিনি খিজির (عليه السلام) কে যা কিছু করতে দেখবেন সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করবেন না যতক্ষণ না তিনি নিজেই উত্তর দেন। কিন্তু পরে খিজির (عليه السلام) বেশ কিছু কাজ করলেন যা মুসা (عليه السلام) এ কাছে আপত্তিকর মনে হলে তিনি আপত্তি করলেন। পথমত খিজির (عليه السلام) যে নৌকাটিতে আহরন করেছিলেন সেটি ছিদ্র করে দিলেন। মুসা (عليه السلام) বললেন,

أَخْرَقْتُهَا لِتُغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا [الكهف/৭১]

আপনি কি নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন? এখন তো তার আরহীরা ডুবে যাবে। আপনি মারাত্মক কাজ করলেন।

(সূরা কাহফ/৭১)

খিজির (عليه السلام) তাকে স্বরণ করিয়ে দিয়ে বললেন,

أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا [الكهف/৭২]

আমি কি আপনাকে বলিনি যে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না ?

(কাহফ ৭২)

মুসা (عليه السلام) বললেন,

لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا [الكهف/৭৩]

আমি ভুলে গেছি, এ কারণে আপনি আমার উপর রাগান্বিত হবেন না আর আমার ব্যাপারে কঠিন করবেন না।

(কাহফ/৭৩)

তারপর খিজির (عليه السلام) একটা বালককে হত্যা করলে মুসা (عليه السلام) বললেন,

أَفْتَأْتَنَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا [الكهف/৭৪]

হত্যার বিনিময়ে ছাড়াই কি আপনি একটা পবিত্র প্রাণকে হত্যা করলেন নিশ্চয় আপনি মারাত্মক অপরাধ করলেন।

(কাহফ/৭৪)

খিজির (عليه السلام) তাকে আবার ধৈর্য ধারণের কথা স্বরন করে দিলে তিনি বললেন,

إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا [الكهف/৭৫]

যদি আমি এর পর কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি আর আমাকে সঙ্গে রাখবেন না আপনি আমার পক্ষ হতে ওয়র প্রাপ্ত হয়েছেন।

(কাহফ/৭৫)

পরে তারা একটি এলাকাতে প্রবেশ করে এলাকাবাসীর নিকট খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল খিজির (عليه السلام) সেই এলাকারই একটি ভগ্নপ্রায় প্রাচীর মেরামত করে দিলেন। মুসা (عليه السلام) বললেন,

لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا [الكهف/৭৬]

আপনি চাইলে এই প্রাচীরটি মেরামত করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।

(কাহফ ৭৬)

খিজির (عليه السلام) বললেন এখানেই আপনার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ এখন শুনুন এসব ঘটনার কারণ যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য অবলম্বন করতে পারেন নি।

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (৭৭) وَأَمَّا الْعُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (৮০) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا (৮১) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (٨٢) [الكهف/٧٩-٨٢]

নৌকাটির ব্যাপার এই যে, ওটা ছিল কিছু মিসকীনের যারা সমুদ্রে কাজ করত আমি ওটা ফুটো করে দিলাম কারণ তাদের সামনে এমন এক রাজা ছিল যে সকল (ক্রটিহীন) নৌকা ছিনতাই করে নিয়ে নিত। আর বালকটির ব্যাপার এই যে, তার পিতা মাতা মুমিন ছিল আমি জানতে পেরেছিলাম যে বালকটি ভবিষ্যতে তার পিতামাতাকে কুফরী ও পাপ কাজে লিপ্ত করবে (একারণে তাকে হত্যা করেছি) আর আমি এও জানি যে তাদের রব তাদের ঐ বালকের চেয়ে উত্তম সন্তান দান করবেন। আর যে, প্রাচীরটি (আমি মেরামত করলাম) সেটি ঐ শহরের দুজন ইয়াতীম বালকের, প্রাচীরটির নিচে তাদের গুপ্ত ভান্ডার রয়েছে এবং তাদের পিতামাতা নেককার লোক ছিলেন। আপনার রব চাইলেন যে বালকদ্বয় বড়ো হয়ে প্রাচীরের নিচ হতে তাদের সম্পদ খুঁজে নিক আপনার রবের দয়া আর আমি তার হুকুমেই এসব করেছি এই হলো সেসব বিষয় যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নি।

(কাহফ/৭৯-৮২)

পথভ্রষ্ট লোকেরা বলে যেহেতু খিজির (عليه السلام) নবী মুসা (عليه السلام) এর শরীয়ত মানতে বাধ্য ছিলেন না বরং আল্লাহর পক্ষ হতে তার উপর সরাসরি আসা আদেশ পালন করতেন তেমনি বর্তমানেও আল্লাহুওয়ালা সুফীগণ সরাসরি আল্লাহর আদেশে এমন অনেক কাজ করে থাকেন যা মুহাম্মাদী শরীয়তের বিরুদ্ধে যায়। মুসা (عليه السلام) যেমন শরীয়তের বিচারে খিজির (عليه السلام) এর উপর প্রতিবাদ করে ঠিক করেন নি তেমনি এসব সুফী দরবেশদেরকে শরীয়তের বিরুদ্ধে যেতে বাধা দেওয়াও সমিচীন নয়। তাদের এই ভ্রান্তির উত্তর খুবই সহজ। ইবনে কাসীর তার তাফসীরে বলেন,

{ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي } لكني أمرت به ووقفت عليه، وفيه دلالة لمن قال بنبوّة الخضر، عليه السلام، مع ما تقدم من (٤) قوله: { فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عَيْنِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا } وقال آخرون: كان رسولا. وقيل بل كان ملكا. نقله الماوردي في تفسيره. وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا. بل كان وليا. فإله أعلم.

খিজির (عليه السلام) যে বললেন “আমি এসব নিজের পক্ষ হতে করিনি” বরং আল্লাহর আদেশেই করেছি এটা তাদের পক্ষে দলীল যারা বলেন খিজির (عليه السلام) নবী ছিলেন এর পক্ষে আরও দলীল গত হয়েছে আল্লাহ বলেন সেখানে মুসা আমার এমন এক বান্দার সাথে সাক্ষাত করলো যাকে আমি আমার নিজের পক্ষ হতে দয়া স্বরূপ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম অন্য কেউ কেউ বলেছে তিনি রসুল ছিলেন এমনও বলা হয়েছে যে, তিনি ফেরেস্তা ছিলেন আল মাওরুদী তার তাফসীরে এই মত উল্লেখ করেছেন অনেকে বলেছেন তিনি নবী ছিলেন না বরং ওলী ছিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

(তাফসীরে ইবনে কাছীর)

তাহলে দেখা যাচ্ছে খিজির (عليه السلام) সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যাচ্ছে। তিনি হয়ত ফেরেস্তা ছিলেন নয়ত নবী বা রাসুল ছিলেন অথবা ওলী ছিলেন। যদি তিনি ফেরেস্তা হয়ে থাকেন তবে সব জট খুলে যায় কারণ ফেরেস্তারা কোনো নবীর শরীয়ত মানতে বাধ্য নয় বরং তারা আল্লাহর পক্ষ হতে সরাসরি নির্দেশ প্রাপ্ত হন এবং তা পালন করেন।

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحریم/٦]

তারা কখনই আল্লাহর অবাধ্য হয় না এবং যে আদেশই করা হয় তা পালন করে।

(তাহরীম / ৬)

يَتَوَفَّأَكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ [السجدة/ ١١]

মৃত্যুর ফেরেস্টা তোমাদের জান কবজ করে যাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

(সাজদা/১১)

এই মৃত্যুর ফেরেস্টা পাপী তাপী, ওলী, আল্লাহ ওয়ালা, এমনকি নবী রাসুলদের পর্যন্ত হত্যা করে কিন্তু তাতে তার কোনো পাপ হয় না তার কাজ শরীয়ত বিরোধী হয় না কারণ তার শরীয়ত আর মানুষের শরীয়ত আলাদা। অতএব যদি খিজির (عليه السلام) ফেরেস্টা হয়ে থাকেন তবে আর কোনো জটিলতা অবশিষ্ট থাকে না কারণ আল্লাহ সরাসরি তাকে যে আদেশ করেছেন তিনি তাই করেছেন এতে জটিলতার কি আছে যেমনটি তিনি বলেছেন,

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي

আমি এসব আমার নিজের ইচ্ছায় করিনি। (কাহফ/৭২)

কেউ কেউ বলেছেন তিনি নবী। খিজির (عليه السلام) যদি নবী হন তবু বিষয়টি সামাধা হয়ে যায় কারণ আল্লাহ (ﷻ) নবীদের প্রতি ফেরেস্টাদের মতই সরাসরি আদেশ নিষেধ নাযিল করেন। আমাদের নবী (ﷺ) আসার পূর্বে একই সময় একাধিক নবী আসতো যেমন মুসা (عليه السلام) ও হারুন (عليه السلام) একই যুগে ছিলেন লুত (عليه السلام) ও ইব্রাহীম (عليه السلام) একই যুগে ছিলেন সুরা ইয়াসীনে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ [يس/ ١٣, ١٤]

আপনি তাদের নিকট সেই এলাকাবাসীদের কাহিনী বর্ণনা করুন যাদের নিকট আমি দুজন রাসুল প্রেরণ করেছিলাম পরে অন্য আর একজনকে দ্বারা তাদের সাহায্য করেছিলাম তারা বলেছিল আমরা তোমাদের প্রতি রসুল।

(ইয়াসীন/১৩, ১৪)

এখানে একই সময়ে একই এলাকাতে তিনজন রসুল প্রেরণের কথা বল হচ্ছে। তার্ঠসীরে ইবনে কাসীর এবং মুসনাদে বাযযারে উল্লেখ আছে আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেন,

قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا في ساعة واحدة

বানী ইসরাঈল একই সময়ে ৪৩ জন নবীকে হত্যা করেছে।

সুতরাং একই সময়ে একাধিক নবী থাকার বিষয়টি আশ্চর্যজনক নয় আবার সকল নবীর শরীয়তও একই হয় না বরং কিছু কিছু ব্যাপারে তাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকতে পারে। আল্লাহর রসুল (ﷺ)

বলেন,

وَالْأَنْبِيَاءُ أَخُوهُ لَعَلَّتْ أُمَهَاتُهُمْ شَتَىٰ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ

নবীরা পিতা পক্ষের ভাই তাদের মা বিভিন্ন কিন্তু দ্বীন একই।

(বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আননাব্বী বলেন,

قال جمهور العلماء معنى الحديث اصل ايمانهم واحد وشرائعهم مختلفة

অধিকাংশ আলেম বলেছেন এই হাদীসের অর্থ নবীদের ঈমান সংক্রান্ত ব্যাপার একই কিন্তু শরীয়ত বিভিন্ন।

(শারহ মুসলিম)

অতএব যদি খিজির (عليه السلام) নবী হয়ে থাকেন এবং তার শরীয়ত মুসা (عليه السلام) এর শরীয়ত হতে ভিন্ন হয়ে থাকে তবে অবাক হওয়ার কিছুই নেই আর এই ঘটনাকে বর্তমানে সুফী সাধকদের পক্ষে ব্যবহার করারও কোনো কারণ নেই যেহেতু খিজির (عليه السلام) নবী ছিলেন আর আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত ওহীর কারণেই তিনি মুসা (عليه السلام) এর শরীয়তের বিরুদ্ধে গেছেন। তিনি তার শরীয়তের উপর আমল করেছেন মারফতের উপর নয়। আর শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পর কোনো নবী নেই।

وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

আমি শেষ নবী আমার পরে কোনো নবী নেই।

(তীরমিযী, বুখারী মুসলিমে কাছাকাছি অর্থের হাদীস বর্ণিত আছে)

এখন আর কারও পক্ষে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর শরীয়তের বিরুদ্ধে যাওয়া জায়েজ নেই কারণ তিনি শেষ নবী তার শরীয়ত পূর্বে নাযিল হওয়া সমস্ত শরীয়তকে বাতিল করে দিয়েছে তার পরে আসা সমস্ত মানব ও জীন তার শরীয়ত মানতে বাধ্য থাকবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ ইয়াহুদী খৃষ্টান বা যে কেউই আমার কথা শুনার পরও আমার উপর ঈমান আনয়ন না করে মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামী হবে।

(মুসলিম কিতাবুল ঈমান বাবু উযুবিলা ঈমানি বিরিসালাতি নাবিয়্যিনা (ﷺ))

এখন যে কেউই মুহাম্মাদ (ﷺ) এর শরীয়তের বাইরে থাকবে তারা জাহান্নামী হবে খিজির (عليه السلام) বা অন্য কারও দোহায় দিয়ে পার পাওয়া যাবে না।

যারা বলেন খিজির (عليه السلام) নবী নন বরং ওলী ছিলেন তাদের যখন প্রশ্ন করা হয় তবে তিনি আল্লাহর নির্দেশ কিভাবে জানতে পারলেন তারা বলেন,

يجوز أن يكون فد أوحى الله الي نبي في ذلك العصر أن يأمر الخضر بذلك

এমন হতে পারে যে, আল্লাহ সে সময়ের কোনো নবীর নিকট ওহী করে খিজিরকে এসব নির্দেশ দিতে বলেছিলেন।

(শারহ মুসলিম)

দেখা যাচ্ছে যদি তিনি নবী না হয়ে ওলী হয়ে থাকেন তার অর্থও এই নয় যে কোনো ওলী ইলহাম বা কাশফের জোরে এমন সত্য জানতে পারবেন যা সম্পর্কে কোনো নবী বেখবর থাকবেন এবং ইলহাম ও কাশফের বলে কোনো ওলী নবী না হয়েও নবীর শরীয়তে বিরুদ্ধে যেতে পারেন। বরং হয়ত তিনি নবী হবেন নয়ত মুসা (عليه السلام) ছাড়া অন্য কোনো নবীর উম্মত হবেন যার নিকট হতে তিনি এসব বিষয় শিক্ষা করেছেন। কিন্তু ভুলেও একথা চিন্তা করা যাবে না যে, নবী রাসুলদের সাহায্য ছাড়া একজন ওলী ভিন্ন পথে আল্লাহর আদেশ নিষেধ ও বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। কেননা এরূপ কথা যে বলে সে কাফির হয়ে যায়। যারা এমন কথা বলে তাদের উদ্দেশ্যে আলকুরতুবী যা বলেছেন তা খুবই চমৎকার। ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেন,

قال القرطبي وهذا القول زندقه وكفر لأنه إنكار لما علم من الشرائع فإن الله قد أجرى سنته وإنفذ كلمته بأن احكامه لا تعلم الا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال الله أعلم حيث يجعل رسالاته وأمر بطاعتهم في كل ما جاؤوا به وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه الهدى وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب قال وهي دعوى تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا لأن من قال أنه يأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة

আল কুরতুবী বলেছেন এ ধরনের কথা কুফরী এবং যানদাকা। এর মাধ্যমে শরীয়তের জ্ঞানকে অস্বীকার করা হয় কেননা আল্লাহ (ﷻ) এর নিতীই এই যে, তার বিধি বিধান ও আদেশ নিষেধ তার রসুলদের মাধ্যমে ছাড়া জানা যাবে না যাদের তিনি বান্দাদের নিকট দূত হিসাবে প্রেরণ করেন তারা মানুষের নিকট আল্লাহর শরীয়ত ও বিধিবিধান স্পষ্ট বর্ণনা করে দেন যেমন আল্লাহ বলেন “তিনি মানুষ ও ফেরেশতাদের মধ্য হতে রসুল মনোনীত করেন” এবং আরও বলেছেন “আল্লাহই ভাল জানেন যে রেসালাতের দায়িত্ব কাকে দেবেন” এবং তিনি সকল মানুষকে রসুলরা যা কিছু নিয়ে আসেন তার আনুগত্য করতে আদেশ করেছেন এবং রসুলদের মান্য করতে মানুষকে উৎসাহিত করেছেন তারা যা আদেশ করেন তা আকড়ে ধরতে বলেছেন কেননা এর মধ্যেই হেদায়েত রয়েছে যা কিছু বললাম সেটা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে এবং এর উপর পূর্ববর্তীদের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে এখন যদি কেউ দাবি করে যে, এমন আল্লাহর আদেশ নিষেধ বিধি বিধান জানার জন্য রসুলদের পথ ভিন্ন অন্য কোনো পথ বিদ্যমান আছে যেটা অবলম্বন করলে রসুলদের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কোনো প্রয়োজন থাকে না তবে সে কাফির হয়ে যাবে তাকে হত্যা করা হবে তওবাও করতে বলা হবে না। আর এ ধরনের কথার মাধ্যমে এটাই বোঝা যায় যে, আল্লাহর

রসুলের পরও নবী আসবে কেননা যে বলে আমি আমার অন্তর থেকে আল্লাহর বিধান অবগত হই এবং আমার অন্তরে যা উদ্ভূত হয় তা আল্লাহরই নির্দেশ কোরআন সুন্নাহর প্রতি দৃষ্টি না দিয়েই সে অনুযায়ী আমলও করা যায়। তবে সে নিজের জন্য নবীদের বৈশিষ্ট্য দাবী করল।

(ফাতহুল বারী)

আশা করি পাঠক উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বুঝতে পারবেন যে খিজির (عليه السلام) ফেরেস্তা, নবী বা ওলী যায় হন পথদ্রষ্ট ভক্ত সুফীদের জন্য তার মধ্যে কোনো দলীল নেই ওয়া লিলাহিল হামদ।

উয়াইস আল করনী (رح) এর ঘটনা

এবার আসা যাক উয়াইস আল করনী (رح) এর ঘটনায়। আমাদের দেশের জনসাধারণ উয়াইস আল করনীকে (أويس القرني) সরলভাবে ওয়াজ করনী বলে থাকেন। এ দেশের পীর মুরীদরা অভ্যাসমত এই মহান তাবেদ্বীর জীবনীতে এমন আজগুবি কল্প কাহিনী বর্ণনা করে যার কারনে মনে হয় তিনিও খাজা খিযিরের মতো এক মারেফতী পুরুষ। আল্লাহর রসুল (ﷺ) অজান্তেই বেলাল (رضي الله عنه) এর আয়ু বৃদ্ধি করে দেওয়া, আজরাইল (عليه السلام) কে লাঠি দ্বারা তাড়িয়ে দেওয়া (নাউয়ু বিল্লাহ) ইত্যাদি কাহিনী কোনো কিতাবে লেখা না থাকলেও লোক মুখে দারুন পরিচিত। শুধু এতদূরই নয় কখনও কখনও দেখবেন ওয়াজের মাঠের বক্তা ওয়াজ করনীর সাথে মুসা (عليه السلام) এর সাক্ষাতের কাহিনী শুরু করবেন যেখানে আল্লাহ (ﷻ) মানুষের মাংস খেতে চেয়েছিলেন (নাউয়ু বিল্লাহ) এসব বক্তারা বা এদের ভক্তরা একবারও চিন্তা করেন না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রসুল (ﷺ) এর যুগে বিদ্যমান থেকেও বিভিন্ন ওয়রের কারণে তার সাথে সাক্ষাত করতে সক্ষম হলেন না এবং সাহাবী হওয়ার মত সৌভাগ্য তার হলো না সেই ব্যক্তি তার জন্মের বহু পূর্বে গত হওয়া মুসা (عليه السلام) এর সাথে কিতাবে সাক্ষাত করল! এসব কাহিনী শুনে যতটা না আশ্চর্য হই তারচে অনেক বেশি আশ্চর্য হই এদেশের আলেম ওলামাদের জ্ঞানের বহর দেখে। পীর ফকীররা ওয়াজ করনীর যে কাহিনী বর্ণনা করে সেগুলো সসর্ব মিথ্যা। সেগুলো বাদ দিয়ে যদি শুধু সহীহ বর্ণনার উপর নির্ভর করা হয় তবে আমরা দেখব ওয়াজ করনী কোনো মারেফতী ফকীর নন বরং তিনি শরীয়তের উপর কঠিনভাবে আমল কারী একজন মুজাহিদ যিনি সফফিনের যুদ্ধে আলী (عليه السلام) এর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন এবং শহীদ হয়ে ছিলেন রহমাতুল্লাহি আলাইহি। সহীহ মুসলিমের বর্ণনাতে এসেছে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

«يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قُرْنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ قَبْرًا مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَعْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ»

ইয়ামেন থেকে তোমাদের নিকট একজন ব্যক্তি আসবে তার নাম হবে উয়াইস (أويس) তার ধ্ববল রোগ ছিল পরে এক দীনার বা দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যাতিত তার সমস্ত শরীর আরোগ্য হয়ে যায় তার মা রয়েছে সে মায়ের হক আদায় করে অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউই তার সাথে সাক্ষাত পায় সে তার দ্বারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিক।

(মুসলিম)

মুসলিম শরীফেরই অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে তার গায়ে ধ্ববল রোগ ছিল সে আল্লাহর নিকট দোয়া করলে এক দীনার বা দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যাতিত তার সমস্ত শরীর আরোগ্য হয়ে যায়।

অন্য হাদীসে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ الثَّقَفِيُّ قَالَ هِشَامٌ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّهُ أَوَيْسَ الْقُرْنِي

আমার উম্মতের মধ্যে বনু তামীমের চেয়েও বেশি সংখ্যক লোক একজন ব্যক্তির সাফাআতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাকাফী বলেছেন হিশাম বলেছেন আমি হাসানকে বলতে শুনেছি তিনি উয়াইস আল কারনী।

(মুস্তাদরাকে হাকিম আযযাহাবী ও আলবানী সহীহ বলেছেন)

হাদীসগুলোতে উয়াইস আল করনীর বেশ কিছু ফজীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রোগের ব্যাপারে তার দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়া, তার কসম পুরা হওয়া, বা বহু সংখ্যক লোককে তার শাফায়াতে মুক্তি দেওয়া এসব কিছুই শরীয়ত বিরোধী কাজ নয় বরং এসবই শরীয়তে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। অন্য অনেক সাহাবা ও তাবেরী এবং তাদের পরবর্তী আলেম ওলামা এই সম্মানে ভূষিত হয়েছে তাদেরও অনেক কারামত ছিল এ বিষয়ে ওয়াজ করুনী একা নন। উমর (رضي الله عنه) যে তার মাধ্যমে নিজের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এতেও প্রমানিত হয় না যে তিনি উমর (رضي الله عنه) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (নাউয়ু বিল্লাহ) কারন উমর (رضي الله عنه) অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি অন্যের নিকট দোয়া চেয়েছেন। উমর (رضي الله عنه) একবার উমরা করার জন্য রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন এবং বললেন,

لَا تَنْسَنَا يَا أَخَى مِنْ دُعَاؤِكَ

প্রিয় ভাই আমাদের জন্য দোয়া করতে ভুলে যেও না যেনো।

(আবু দাউদ, মিশকাত, রিয়াদুস সালিহীন)

এতে যেমন উমর (رضي الله عنه) রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে উত্তম প্রমানিত হন না তেমনি উয়াইস আল করনী উমর (رضي الله عنه) নয় মর্যাদার দিক থেকে সর্বনিম্ন একজন সাহাবার তুলনায়ও শ্রেষ্ঠ নন। বিষয়টি উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। উমর (رضي الله عنه) তাকে নিজের জন্য ইস্তিগফার করতে বলে তার মর্যাদা প্রকাশ করলেন মাত্র। উয়াইস আল করনীকে এই মর্যাদা কেন দেওয়া হয়েছে? তিনি মারফতের অজানা জ্ঞানে সাধনা করে সিদ্ধি অর্জন করেছেন সে কারনে কি?

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

لَهُ وَالِدَةٌ هَوَّيَهَا بَرٌّ

তার মা রয়েছে সে তার মায়ের হক আদায় করে।

(মুসলিম)

মায়ের হক আদায় করা শরীয়তে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর হকের পরই মা বাবার স্থান। আল্লাহ

(ﷺ) বলেন,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِ الَّذِينَ إِحْسَانًا [الإسراء/٢٣]

আপনার রব লিখে দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া কাউকে ইবাদত করো না এবং পিতমাতার সাথে ভাল আচরণ করো।

(বনী ইসরাইল/২৩)

সুতরাং তাসাউফের পচা ডোবায় ডুব দিয়ে তিনি এই মর্যাদা হাসীল করেননি বরং শরীয়তের যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন ততটুকু মনে প্রাণে অনুসরণ করেই আল্লাহর নিকটবর্তী হয়েছেন যেমনটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه

আমি আমার বান্দার উপর যা ফরয করেছি সেটার উপর আমল করে আমার বান্দা আমার যতটা নিকটবর্তী হয় ততটা অন্য কিছুতেই হয় না তারপর নফল ইবাদতের মাধ্যমে সে আমার নিকট বর্তী হতেই থাকে এমন কি আমি তাকে ভালবেসে ফেলি আর আমি যখন তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যায় যা দ্বারা সে শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যায় যা দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যায় যা দ্বারা সে ধরে, আমি তার পা হয়ে যায় যা দ্বারা সে হাটে যদি সে কিছু চায় আমি তা দিই যদি আশ্রয় চায় আশ্রয় দিই।

(বুখারী)

ওয়াহদাতুল উয়ূদ মতবাদে বিশ্বাসীরা বলে “আমি তার কান হয়ে যায়.... চোখ হয়ে যায়.....” এর অর্থ হলো এই পর্যায়ে এসে বান্দা আল্লাহর সাথে মিশে যায় বা ফানা হয়ে যায় (নাউয়ু বিল্লাহ) এর প্রকৃত অর্থ হলো তাই যা ইবনে তাইমিয়া বলেছেন। আমি তার কান হয়ে যায় যা দ্বারা সে শোনে অর্থাৎ সে কান দ্বারা হারাম কিছু শোনেনা এভাবে চোখ দ্বারা হারাম কিছু দেখেনা ইত্যাদি। এই হাদীসের শেষ অংশেই বলা হয়েছে সে কিছু চাইলে আমি তাকে দিই আশ্রয় চাইলে আশ্রয় দিই এটাই বড়ো প্রমান যে, বান্দা তখনও বান্দাই থাকে আল্লাহর নিকট পূর্বের মতই মুখাপেক্ষি থাকে এবং তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে।

যাই হোক হাদীসটির ভাষ্য হলো আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো তার শরীয়তের উপর আমল করা। প্রথমে ফরজ তারপর সুন্নাত মুস্তাহাব কাজ সমূহ পালন করা। বাজারে সজোরে গান করা বা ইলহাম কাশফের মাধ্যমে কুফর শিরক মিশ্রিত গোপন জ্ঞান আবিষ্কার করা নয় যা প্রকাশ করলে বলা হবে,

أنت ممن يعبد الوثنا

তুমি তো মূর্তি পূজারী

শরীয়ত বিরোধী কাজ করে বা ফিরআউনের মতো উল্টা পাশ্টা চিৎকার করে আল্লাহর ওলী হওয়া

যায় না আল্লাহর ওলী হতে হয় শরীয়তের বাধ্য ও অনুগত থেকে।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন,

- ওয়াজ করুনী তবে কেনো আল্লাহর রসুলে (ﷺ) এর সাথে দেখা করেনি?

যে এ প্রশ্ন করে তাকে বলব, ভাল করে শুনে নিন, তিনি নিশ্চয় কোনো যুক্তি সঙ্গত কারনে আল্লাহর রসুল (ﷺ) এর সাথে সাক্ষাত করতে পারেন নি। যেমন পারেন নি হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী। এমন ভাববেন না যে তিনি ইচ্ছা করেই রসুলুল্লাহর সাক্ষাত হতে দূরে ছিলেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

তোমাদের মধ্যে কেউই মুমিন হবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট বেশি প্রিয় হই তার পিতা সন্তান ও সমস্ত মানুষ হতে।

(বুখারী ও মুসলিম)

ওয়াজ করুনীও নিশ্চয় রসুলুল্লাহকে ভালবাসতেন। তাকে নিজ চোখে একবার দেখার জন্য বেকুল ছিলেন কিন্তু হয়তো তার মা ভীষণ অসুস্থ ছিলেন বা অন্য কোনো ওয়র ছিল যে কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে সাক্ষাত করতে সক্ষম হন নি। যেমনটি বর্ণিত আছে,

ذكروا الحج فقالوا لأويس القرني أما حججت قال : لا قالوا و لم قال فسكت فقال رجل منهم : عندي راحلة و قال آخر عندي نفقة و قال آخر عندي جهاز فقبله منهم و حج به

মানুষ হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করল তারা উয়াইস (رح) কে বলল আপনি কি হজ্জ করেছেন তিনি বললেন না তারা বলল কেনো? তিনি চুপ থাকলেন (তিনি যে অর্থের অভাবে যেতে পারেন নি তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলেন) তখন একজন বলল আমার নিকট বাহন রয়েছে অন্যজন বলল আমার নিকট অর্থ রয়েছে অন্য আর একজন বলল আমার নিকট রসদ রয়েছে তখন তিনি তা দ্বারা হজ্জ করলেন।

(মুত্তাদরাকে হাকিম)

তিনি ওয়র ছিল বিধায় হজ্জ করেননি যখনই ওয়র দূর হলো তিনি হজ্জ করলেন তার মত মহান ব্যক্তির নিকট এমনটাই আশা করা যায়। তিনি কেবল শরীয়তে গ্রহণযোগ্য ওয়রের কারণেই আল্লাহর রসুলের জীবদ্দশায় মদীনা আগমন করতে পারেননি কিন্তু ওয়র দূর হওয়ার সাথে সাথেই তিনি আমীরুল মুমিনীন উমর (رضي الله عنه) এর সাথে সাক্ষাত করতে মদীনা আগমন করেন। আপনি কি মনে করেন? যিনি উমর (رضي الله عنه) এর সাথে সাক্ষাত করা জরুরী মনে করলেন তিনি কি আল্লাহর রসুলে সাথে সাক্ষাত করা অপ্রয়োজনীয় মনে করবেন? এমন মনে করলে মহান ব্যক্তি হওয়া তো দূরের কথা তার ঈমানই থাকতো না। আল্লাহ সকলকে রক্ষা করুন। তিনি তো নেককার ছিলেন কঠিন বা সহজ সর্বাবস্থায় শরীয়তের উপর টিকে ছিলেন এমনকি শেষে সিফফিনের ময়দানে শহীদ হয়েছেন। সিফফিন যুদ্ধ সম্পর্কিয় একটি সহীহ বর্ণনাতে এসেছে,

لما كان يوم صفين نادى مناد من أصحاب معاوية أصحاب علي : أفيكم أويس القرني ؟ قالوا : نعم

فَضْرَبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ مَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَيْرُ النَّاسِ أَوْيسُ الْقُرْنِيِّ

যখন সিফফিনের যুদ্ধ শুরু হলো তখন মুয়াবিয়া (রা) এর পক্ষের একজন লোক আলী (রা) এর পক্ষের লোকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল তোমাদের মধ্যে কি উয়াইস আল করনী আছে? আলী (রা) এর পক্ষের লোকেরা বলল হ্যাঁ। প্রশ্নকারী তখনই তার বাহনের উপর আঘাত করে মুয়াবিয়া (রা) এর পক্ষ ত্যাগ করে আলী (রা) এর পক্ষের লোকদের মধ্যে চলে আসলেন এবং বললেন, আমি আব্বাহর রসূল (রা) কে বলতে শুনেছি উয়াই আল করনী শ্রেষ্ঠ তবেয়ী।

(মুস্তাদরাকে হাকিম, মুসনাদে আহমদ, সিলসিলাতুস সহীহা হা নং ৮১২ আলবানী ও শুআইব আল আরনাউত এটাকে সহীহ বলেছেন)

এ হাদীস হতে বোঝা যায় তিনি সিফফিনের যুদ্ধে আলী (রা) এর পক্ষে যোগদান করেছিলেন। মুস্তাদরাকে হাকিমে এ বিষয়ে লম্বা হাদীস বর্ণিত আছে, আযযাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, তাতে বলা হয়েছে,

فنادى منادى علي رضي الله عنه : يا خيل الله اركبي و ابشري قال فصف الثلثين لهم فانتضى صاحب القطيفة أويس سيفه حتى كسر جفنه فألقاه ثم جعل يقول : يا أيها الناس تموا تموا ليتمن وجوه ثم لا تنصرف حتى ترى الجنة يا أيها الناس تموا تموا جعل يقول ذلك ويمشي و هو يقول ذلك ويمشي إذ جاءته رمية فأصابت فواده فبرد مكانه كأنما مات منذ دهر

আলী (রা) এর ঘোষক যখন ঘোষণা দিল হে আব্বাহর অশ্বারোহীরা যুদ্ধের জন্য বের হয়ে পড়ো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো তখন তাদের তিন ভাগের দুইভাগ কাতারে দাড়িয়ে গেল। হিন্ন বস্ত্র পরিহিত উয়াইস তখন তার তরবারী খাপ হতে বের করলেন এবং খাপটি ভেঙে ছুড়ে ফেলে দিলেন (বিরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তরবারীর খাপ ভেঙে ফেলা হয়) তারপর কেবলই বলছিলেন “হে লোক সকল এগিয়ে চল এগিয়ে চল কিছু লোক চলতেই থাকবে এমনকি জান্নাতে ঢুকে পড়বে তারা আর ফিরে আসবে না” তিনি একথা বারবার বলছিলেন আর হাটছিলেন, বলছিলেন আর হাটছিলেন এমন সময় একটি তীর এসে তার বুকের উপর আঘাত করল ফলে সে স্থানটি এমন শীতল হয়ে গেল যেন তিনি বহু পূর্বেই মারা গেছেন। রহেমাহুল্লাহ।

(মুস্তাদরাকে হাকিম হাকিম বলেছেন বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ আযযাহাবীও সহীহ বলেছেন)

এই হচ্ছে শরীয়তের অনুসারী আব্বাহর অনুগত মহান বীর। কত সুন্দর তার কথা! আর কত উত্তম তার আমল! এই নেককার ধার্মিক লোকটির সাথে বেধর্মী বেশ'রা মারেফতী গীর ফকীরদের কি সম্পর্ক? তার সাথে তাদের চুল পরিমাণ সম্পর্ক নেই। এবিষয়ে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। যেহেতু উম্মতে মুহাম্মদীকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মধ্যপন্থি উম্মত করা হয়েছে।

খিজির (রা) ও ওয়াজ করনী (রা) সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্য হলো শরীয়ত ছাড়া মুক্তি পাওয়ার অন্য কোনো পথ নেই, অন্য কোনোভাবে কোনো গোপন বিষয়ে জানা যেতে পারে না এটা প্রমাণ করা। আশা করি পাঠক বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন।

কাশফ ইলহামের প্রকৃতিরূপ

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। আব্দুল্লাহ (ﷺ) তার কোনো বান্দাকে স্বপ্ন যোগে বা ইলহামের মাধ্যমে কোনো বিষয় অবগত করতে পারেন এটা আমরা অস্বীকার করিনা। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

لم يبق من النبوة إلا المبشرات (قالوا وما المبشرات ؟ قال (الرؤيا الصالحة

নবুওতের কিছুই বাকি নেই এখন কেবল সুসংবাদ বহনকারী অবশিষ্ট রয়েছে সাহাবারা বললেন সুসংবাদ বহনকারী কি? তিনি বললেন সত্য স্বপ্ন।

(বুখারী কিতাবুর রু'ইয়া)

ইবনে হাজার আল আসকালানী বলেন,

وفي إنكار وقوع ذلك مع كثرتة واشتহারه مكابرة ممن أنكره

ইলহাম সংঘটিত হওয়ার ঘটনা অধিক ও প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তা অস্বীকার করাটা বাড়াবাড়ি।

(ফাতহুল বারী)

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন,

وَالَّذِينَ أَنْكَرُوا كَوْنَ الْإِلْهَامِ طَرِيقًا عَلَى الْإِطْلَاقِ أَخْطَأُوا كَمَا أَخْطَأَ الَّذِينَ جَعَلُوهُ طَرِيقًا شَرْعِيًّا عَلَى الْإِطْلَاقِ

যারা ইলাহামকে পুরোপুরি অস্বীকার করে তারা ভুল করে যেমন ভুল করে যারা সরাসরি ইলহামকে শরীয়তের দলীল মনে করে।

(মাজমুআয়ে ফতওয়া)

এই স্থানেই প্রকৃত ঘটনা কেননা সুফীরা ইলহাম, কাশফ, স্বপ্ন ইত্যাদিকে কোরান বা হাদীসের মতো বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার উপরে দলীল মনে করে তাই তো তাদের কোনো শায়েখ শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করলে তারা বলে নিশ্চয় তিনি ইলহাম বা কাশফের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন কাজটি সঠিক। আমাদের ভাল করে জেনে নিতে হবে যে, এধরনের কথা সমস্ত আলেমদের মতে অগ্রহণযোগ্য আহলুস সুন্না ওয়াল জামাআতের মতে স্বপ্ন, ইলহাম বা অন্য কোনো কিছুই নিজে দলীল নয়। এসবের মাধ্যমে কোনো কিছু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় কিন্তু নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায় না। এবিষয়ে ইবনে হাজার লম্বা আলোচনা করেছেন তিনি আস সামআনী থেকে বর্ণনা করেন,

قال وحجة أهل السنة الآيات الدالة على اعتبار الحجة والحث على التفكير في الآيات والاعتبار والنظر في الأدلة وزم الأمانى والهواجس والظنون وهي كثيرة مشهورة وبأن الخاطر قد يكون من الله وقد يكون من الشيطان وقد يكون من النفس وكل شيء أحتمل أن لا يكون حقاً لم يوصف بأنه حق

ইলহাম দলীল না হওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়ার প্রমাণ হলো ঐসকল আয়াত যেখানে কোরানের আয়াত ও শরীয়তের দলীল প্রমাণে চিন্তা গবেষণা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং ধারণা, কল্পনা ও অন্তরের মন্ত্রণার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এমন দলীল প্রচুর এবং

প্রসিদ্ধ। ইলহাম দলীল না হওয়ার কারণ এও যে, মনের চিন্তা কখনও আল্লাহর পক্ষ হতে হয় কখনও শয়তানের পক্ষ হতে হয় কখনও কখনও সযৎক্রিয় ভাবে অন্তরের মধ্যে উদয় হয় আর যা কিছু সত্যও হতে পারে মিথ্যও হতে পারে তাকে সত্য বলা যায় না।

(ফাতহুল বারী)

আসসামআনী আরও বলেন,

ويجوز أن يفعل الله بعبده ما يكرمه به ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك ان كل ما استقام على الشريعة المحمدية ولم يكن في الكتاب والسنة ما يردده فهو مقبول وإلا فمردود يقع من حديث النفس ووسوسة الشيطان ثم قال ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره ويقوي به رأيه وإنما ننكر ان يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله ولا نزع أنه حجة شرعية وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة

এটা সম্ভব যে আল্লাহ তার কোনো বান্দাকে (ইলহাম বা অন্য কিছুর মাধ্যমে) সম্মানিত করবেন কিন্তু সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য হলো যা শরীয়তে মুহাম্মাদীর সাথে মিল খাবে তা গ্রহণযোগ্য আর যা কিছু এর বিপরীত হবে তা প্রত্যাখ্যাত সেগুলো অন্তরের কুমন্ত্রনা আর শয়তানের ওয়সওয়াসা বলে গণ্য হবে। তিনি আরও বলেন আমরা অস্বীকার করিনা যে আল্লাহ তার কোনো বান্দাকে কিছু অতিরিক্ত দক্ষতা দান করবেন যার বদৌলতে তার চিন্তাশক্তি ও মতামত অন্যদের তুলনায় তীক্ষ্ণ হবে বরং আমরা কেবল এটিই অস্বীকার করি যে শরীয়তের কোনো দলীল ছাড়াই কোনো কথাকে কেবল অন্তরের সাক্ষের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে। আমরা ইলহামকে দলীল মনে করি না তবে সেটা একটা অতিরিক্ত দক্ষতা আল্লাহ তার কোনো কোনো বান্দাকে বিশেষভাবে প্রদান করে থাকেন যদি সেটা শরীয়তের সাথে মিলে যায় তবে শরীয়তের দলীলের কারণেই তা অনুসরণীয় হবে।

সামাআনীর কথা উল্লেখ করার পরই ইবনে হাজার বলেন,

ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد أو لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد

এখান থেকে সেই বিষয়টি বোঝা যায় যে সম্পর্কে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে যে, যদি কেউ স্বপ্নে দেখে রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে কোনো কাজ করতে আদেশ করছেন তবে তার উপর কি সেই কাজটি করা ওয়াজিব হবে নাকি সে শরীয়তের বিধিবিধানে ঐ কাজটি কি তা লক্ষ করবে এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য মত হল দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ স্বয়ং রসুলুল্লাহ (ﷺ) যদি স্বপ্নের মাধ্যমে কিছু আদেশ করেন তবু সেটা ওয়াজিব হবে না কারণ ওয়াজিব বা হালাল হারাম নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এখন নবী (ﷺ) এর রেখে যাওয়া শরীয়তের সামান্যতমও পরিবর্তন হবে না।)

(ফাতহুল বারী)

ইলহাম, কাশফ বা অন্য কোনো কিছুর দোহায় দিয়ে শরীয়তে মুহাম্মাদী হতে সরে আসা যাবে না তা এমনই স্পষ্ট সত্য যে তাসাউফ পন্থী আলেমগণ তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আল আবুলসী বলেন,

وقد صرح الإمام الرباني مجدد الألف الثاني قدس سره العزيز في المكتوبات في مواضع عديدة بأن الإلهام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ويعلم من ذلك أنه لا مخالفة بين الشريعة والحقيقة والظاهر والباطن

মুজাদ্দিদ আলফে সানী মকতুবাতের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্টই বলেছেন যে, ইলহাম কোনো হারামকে হালাল করেনা আবার কোনো হারামকে হালাল করে না এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে শরীয়তের সাথে হাকীকতের বা জাহেরের সাথে বাতেনের কোনো বিরোধ নেই।

(রুহুল মায়ানী)

ছানাউল্লাহ পানীপথী বলেছেন,

قول وفعل هر كسي كي سر مو از قول وفعل بيغمبر مخالفت داشته باشد آن را رد بايد كرد

অন্য যে কারও কথা ও কাজ পয়গম্বর (ﷺ) এর কথা বা কাজের সাথে চুল পরিমানও বিপরীত হয় তবে সেসব কথা ও কাজ পরিত্যাগ করো।

(মা লা বুদা মিনহ)

ছানাউল্লাহ পানিপথীর এই কথাটি খুবই চমৎকার কথাটি আল্লাহ (ﷻ) এর কথার সাথে পুরোপুরি সমার্থপূর্ণ,

قُلَّا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء/ ৬৫]

তোমার রবের কসম তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের পরস্পরের মধ্যে যে বিবাদ হয় তার বিচারের ভার তোমার উপর অর্পণ করে এবং তুমি যে ফয়সালা করো সে বিষয়ে তাদের অন্তরে কোনোরূপ সংশয় না থাকে আর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে।

(নিসা / ৬৫)

হাদ্বাজ বা ইবনে আরাবীর মত লোকদের পক্ষে

তাসাউফ পন্থীরা যেসব যুক্তি দেখিয়ে থাকেন

মানসুরে হাদ্বাজ, ইবনে আরাবী, ইবনে ফারীদ ইবনে সাবয়ীন এসব মুরতাদ মুলহীদদের পক্ষের লোকদের আমরা বলব তারা শরীয়ত বিরোধী যেসব কথা বলেছে তা স্বত্ত্বেও তোমরা কেনো তাদের আল্লাহর ওলী মনে করো ?

যদি তারা বলে,

- শরীয়ত দিয়ে সব কিছু বিচার হয় না তারা মারেফত অনুযায়ী সঠিক কথাই বলেছে কিন্তু শরীয়তের আলেমরা তার অর্থ বোঝে না।

তবে আমরা তাই বলব একটু পূর্বে আল কুরতুবী হতে যা বর্ণিত হয়েছে,

وهذا القول زندقه وكفر، يقتل قائله ولا يستتاب، ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب، فإنه يلزم منه هدم

এ ধরনের কথা কুফরী ও নাস্তিকতা যে এমন বলবে তাকে হত্যা করা হবে তাকে তওবা করতেও বলা হবেনা তার সাথে কোনরূপ আলোচনারও প্রয়োজন নেই। কেননা এ ধরনের চিন্তা চেতনা শরীয়তকে ধ্বংস করে এবং প্রমাণ করে যে, আল্লাহর নবী (ﷺ) এর পরও নবী আসবে।

(তাফসীরে কুরতুবী)

তরবারী ছাড়া অন্য কিছুই এদের যোগ্য পাওনা হতে পারে না। আল্লাহর রসুল (ﷺ) যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন সেই শরীয়ত সমস্ত শরীয়তকে বাতিল করে দিয়েছে কিন্তু নিজে কখনও বাতিল হবে না কিন্তু তাসাউফ পন্থারাই প্রথম এটাকে বাতিল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। যে কেউ স্পষ্ট কুফরীকে সমর্থন করে এবং মুরতাদ মুলহীদদের পক্ষে বিতর্ক করে তার উপর আল্লাহ ও ফেরেস্তু কুলের লা'নত বর্ষিত হোক। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيِّضَاءَ نَفْيَةٍ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسَعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِي

আমি তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছি পরিষ্কার ও স্পষ্ট পথ যদি মুসা জীবিত থাকত তবে আমাকে আনুগত্য করা ছাড়া কোনো উপায় থাকতো না।

(বায়হাকী শি'বে ঈমান, মুসনাদে আহমদ, মিশকাত, আলবানী হাসান বলেছেন)

সুবহানাল্লাহ! মুসা (ﷺ) জীবিত থাকলে শরীয়তী মুহাম্মাদীর আনুগত্য করতে বাধ্য হতেন, ইসা (ﷺ) কিয়ামতের পূর্বে এই শরীয়তের আনুগত্য করতে বাধ্য হবেন আর ধোকাবাজ প্রতারকের দল যাদের ঈমান নেই তাকওয়া নেই স্বীন সম্পর্কে ছোটো বড়ো কোনো বিষয়েই জ্ঞান নেই তারা দাবি করে আমাদের শরীয়ত আলাদা। আমরা শরীয়তে মুহাম্মাদী মানতে বাধ্য নই।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন প্রতিটি জিন ও মানুষ তা মেনে চলতে বাধ্য শুধু হাল্লাজ বা ইবনে আরাবী নয় বরং তাদের বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষের বিচার শরীয়ত অনুসারেই হবে।

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ [النساء/১০৫]

আমি তোমার প্রতি এই কিতাব নাখিল করেছি যাতে আল্লাহ তোমাকে যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন সেভাবে মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করতে পারো।

(নিসা/১০৫)

এমনকি যার উপর কোরআন নাখিল হয়েছে তিনিও আল্লাহর শরীয়ত মানতে বাধ্য ছিলেন।

قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتَ بَرُّانٌ غَيْرُ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ فُلٌ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلَقُّاءِ نَفْسِي إِنْ أَنْتَ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَيَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ [يونس/১০৫]

যারা আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে না তারা বলে অন্য একটি কোরআন নিয়ে এসো বা এটা পাশ্টিয়ে ফেলো তুমি বলো আমার এমন সামর্থ্য নেই যে আমি নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী এতে কোনো পরিবর্তন আনি আমি তো আমার প্রতি যা ওহী হয় কেবল তাই মেনে চলি। যদি আমি আল্লাহর অবাধ্য হয় তবে এক কঠিন দিনে শাস্তির ভয় করি।

ইলহাম, কাশফ, ফারাসাত, মারেফাত কোনো কিছুই দোহায় দিয়ে মুহাম্মদী শরীয়ত হতে চুল পরিমাণ সরে যাওয়ার তিল পরিমাণ সুযোগ নেই। একথা বারবার বলছি কারণ আমাদের দেশের যত পীর আছে তা হক্কানী পীর বা রব্বানী পীর যাই হোক প্রত্যেকেই মানসুরে হাদ্বাজ এবং অন্যান্য কাফির মুরতাদদের সমর্থনে কথা বলে। যদি তারা বলতো হাদ্বাজ আনা'ল হক (আমিই আল্লাহ) বলেনি, এ কাহিনী মিথ্যা তবু কিছুটা শান্তনা পাওয়া যেতো কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় যে তারা বলে,

মানসুরে হাদ্বাজ (রাঃ) হাক্কুল ইয়াকীন স্তরে (তাসাউফের দৃষ্টিতে বড় মর্যাদার স্থান) পৌঁছানর পর বলেছিলেন আনা'ল হক (আমিই আল্লাহ)

আমি কোনো পীরের নাম বলব না। আপনি যদি কোনো পীরের মুরীদ হয়ে থাকেন তবে তার যেসব বই পড়েছেন বা বক্তব্য শুনেছেন তার মধ্যে চিন্তা করলেই এমন কথা পেয়ে যাবেন। আপনার পীর যদি এমন কথা না বলে থাকেন তবে তো আল্লাহর প্রসংশা তিনি বেঁচে গেলেন কিন্তু যদি তিনি সত্যি সত্যিই হাদ্বাজকে প্রসংশা করে থাকেন তবে কি উত্তর দেবেন?

এমন বলবেন কি যে, মানসুরে হাদ্বাজ আমাদের শরীয়ত মানতে বাধ্য ছিল না বা শরীয়ত দিয়ে সব কিছু বিচার করা যায় না। (নাউয়ু বিল্লাহ) এমন কথা বললে তার সাথে আর কোনো আলোচনার প্রয়োজন থাকে না বরং তাকে ইলামের তরবারী দ্বারা হত্যা করা হবে। সে কাফির ও মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। আমরা এমন মৃত্যু হতে আল্লাহর নিকট পনাহ চাই।

শরীয়তবিরোধী মুরতাদদের পক্ষে শরীয়ত সম্মত ওয়র!

অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে তাসাউফ পন্থী আলেমরা মানসুরে হাদ্বাজ, ইবনে আরবী এবং অন্যান্য ভদ্র সুফী সাধকদের জন্য শরীয়ত সম্মত ওয়র খুজতে গুরু করেন যাতে শরীয়তের মাপকাঠিতেই তাদের নির্দোষ প্রমাণ করা যায়। আমরা এখন দেখব মারেফতী কসরতে ব্যার্থ হওয়ার পর শরীয়তের দলীল আদিব্বা দ্বারা তারা কিভাবে এসব মুলহিদ যিন্দিকদের সিদ্দীক (ওলী) প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

وإياك أن تقول بظاهره مع ما أنت عليه وكلما وجدت مثل هذا لأحد من أهل الله تعالى فسلمه لهم بالمعنى الذي أرادوه مما لا تعلمه أنت ولا أنا لا بالمعنى الذي ينقدح في عقلك المشوب بالأوهام

সাবধান! তুমি (যেনো ইবনে আরবীর কথার) প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করো না যেহেতু তুমি একজন নগন্য ব্যক্তি আর যখনই তুমি আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট এমন (শরীয়ত বিরোধী) কথা শোনো তখন তুমি মনে করবে তুমি জানো না বা আমি জানি না এমন কোনো অর্থেই তারা কথাটি ব্যবহার করেছেন। খবরদার যেনো তাদের কথার এমন অর্থ করো না তোমার অপূর্ণ বোধ শক্তিতে যেটাকে নিন্দনীয় মনে হচ্ছে।

(তাকসীরে রুহুল মাআনী সুরা ফাতিহার তিন নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)

ছানউল্লাহ পানিপথী তাকসীরে মাজহারীতে সুরা কাহফে খিজির (عليه السلام) এর ঘটনা এবং সুরা

হুজুরাতে (اجتنبوا كثيرا من الظن) ও (لا ترفعوا اصواتكم) আয়াত দ্বয়ের ব্যাখ্যাতে হুবহু এমন কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন ইবনে আরাবী, ইবনে ফারিদ, ইবনে সাবঈন এসব আল্লাহর ওলীরা? যেসব শরীয়ত বিরোধী কথা বলেছেন সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে সেগুলোর শরীয়ত সম্মত ব্যাখ্যা করার সম্ভব না হলে মনে করতে হবে আমি যা বুঝছি এ কথাগুলোতে তা উদ্দেশ্য নয় বরং অন্য কিছু উদ্দেশ্য।

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, মারেফত পন্থীদের নিকট কিভাবে একজন উলঙ্গ পাগল ওলী হয় আর এখন দেখছি আল্লাহর ওলী শরীয়ত বিরোধী কথা বলছেন। তাসাউফ পন্থীরা কতটা নির্বোধ সেবিষয়ে ইমাম শাফেঈ কত ভালভাবে জানতেন তাই তো বলেছেন।

ولو تصوف رجل أول النهار لم يأت الظهر إلا وهو أحمق

যদি কোনো লোক সকালে তাসাউফে প্রবেশ করে তবে দুপুর হওয়ার আগেই সে আহমক হয়ে যায়।

(সিফাতুস সফওয়া ইবনুল জাওয়ী)

একজন ব্যক্তি কুফরী কথা বলছে বা শরীয়তে নিষিদ্ধ কাজ করছে একজন মুমিন সেটা দেখামাত্র তাকে ঘৃণা করবে এটাই শরীয়তের দাবি। আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِقُونَ [الحجرات/৭]

আল্লাহ তোমাদের প্রতি ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সাজিয়ে দিয়েছেন আর তোমাদের প্রতি ঘৃণিত করে দিয়েছেন কুফর ফিসক ও পাপ কাজকে এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।

(হুজুরাত/৭)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ »

তোমাদের মধ্যে যে কেউ যে কোনো খারাপ কাজ দেখে সে সেটা হাত দ্বারা পাল্টিয়ে দিক সক্ষম না হলে মুখ দ্বারা সক্ষম না হলে অন্তরে ঘৃণা করুক এটাই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।

(মুসলিম)

সুতরাং খারাপ কাজ হাত দ্বারা বা মুখ দ্বারা পাল্টিয়ে দেওয়াটাই ফরজ যদি কেউ তা করতে সক্ষম না হয় তবে সে কেবল অন্তরে ঘৃণা করলেও মুক্তি পাবে এর নিচে কোনো ঈমান নেই তাহলে তার অবস্থা কি যে খারাপ কাজকে ঘৃণা তো করেই না বরং যে ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী চরম ঘৃণিত কথা বলে বা হারাম কাজ করে তাকে আল্লাহর ওলী মনে করে? আল্লাহ মুসলিমদের এমন বোকামী হতে রক্ষা করুন (আমীন)

হানাউল্লাহ পানিপথী বা আলআলুসী যে সামাধান পেশ করেছেন তার প্রভাব খুবই ভয়াবহ। একজন মুসলিম প্রকাশ্যে কাউকে কুফরী কথা বলতে শুনেও সেটার প্রতিবাদ করবে না বরং মনে করবে

নিশ্চয় ঐ কুফরী কথাটির গভীরে কোনো সঠিক অর্থ আছে যা আমি জানিনা এ চিন্তা চেতনা খুবই নিচু মানের এবং ঈমান বিধ্বংসী। মুসলিমরা এমন চিন্তা ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হলে হক ও বাতিলের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। শয়তান তখন সহজেই মুসলিমদের মধ্যে কুফর শিরক ও অশ্লীল কাজের বন্যা বইয়ে দিতে পারবে। কোরআনের আর এক নাম হলো ফুরকান (الفرقان) যার অর্থ হক ও বাতিলে মধ্যে পার্থক্য নিরূপনকারী। যারা কোরআন পাঠ করে হাদীসের অধ্যয়ন করে তাদের নিকট হক ও বাতিল স্পষ্ট হয়ে পড়ে। যেমনটি রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন (الحلال بين والحرام بين) হালাল স্পষ্ট হারাম স্পষ্ট (বুখারী) সুতরাং যখনই কোনো মুসলিম দেখবে পাগড়ি পরা একজন বুয়ুর্গ বিনা ওয়রে সলাত ত্যাগ করছেন বা কোনো সম্মানিত আল্লাহর ওলী মদপানে মনোনিবেশ করেছেন তখনই ঐ বুয়ুর্গের পাগড়ি ধরে টানতে টানতে মসজিদে হাজির করবে এবং মদ্যপ ওলীকে ৮০ বেঘাঘাত করা হবে এ হতে তার কোনো নিস্তার নেই। যদি এসব বুয়ুর্গদের কেউ কাশফ ইলহামের জোরে আসমান হতে গোপনে কোনো কুফরী তথ্য আনোয়ন করেন তবে সেই বুয়ুর্গকে তওবার সুযোগ না দিয়েই হত্যা করা হবে। যেভাবে মানসুরে হাল্লাজকে হত্যা করা হয়েছিল। কুফরী কাজ কে করছে দেখা হবে না, কারও পাগড়ি বা জোব্বার মাপ নেওয়া হবেনা, হাক্কুল ইয়াকীন বা আয়নুল ইয়াকীন যে স্তরের ব্যক্তিই হক কুফরী কথার কারণে তাকে দুনিয়াতে অপমানিত আর আখিরাতে চিরকাল জাহান্নামবাসী হতে হবে এতে সন্দেহ পোশোনকারীও দুনিয়াতে ও আখিরাতে তার সঙ্গি হবে। এই হচ্ছে মুহাম্মদী ইসলাম। আল্লাহ তার উপর সর্বশ্রম সলাত ও সালাম প্রেরণ করুন। আমার প্রভুর কসম করে বলছি কোনো বুয়ুর্গের বুয়ুর্গীর কারণে তার কুফরী ও শিরকী কথা সহ্য করা হবেনা বরং কুফরী কথা বলার কারণে তার বুয়ুর্গী নষ্ট হবে। আল্লাহ (ﷻ) সূরা আনআমের ৮২ থেকে ৮৮ নং আয়াতগুলোতে ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, নুহ, দাউদ, সুলাইমান, ইউসুফ, মুসা, হারুন, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ইলিয়াস, আল ইয়াসআ, ইউনুস, লুত ইত্যাদি নবীদের নাম উল্লেখ করার পর বলেন,

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَدُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَنَّبْنَاَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (৮৭) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام/ ৮৭, ৮৮]

এবং তাদের বাপদাদা ও সন্তানদের মধ্য হতে যাদের আমি বাছায় করেছিলাম ও সঠিক পথে হেদায়েত দিয়েছিলাম। এটা আল্লাহরই হেদায়েত তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন যদি তারা শিরক করত তবে তাদের সমস্ত আমল নষ্ট হতো।

(সূরা আনআম ৮৭, ৮৮)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

(إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيمها)

কোনো ব্যক্তি এমন আমল করে যে মানুষ মনে করে সে জান্নাতী অথচ সে জাহান্নামী (মুতুর আগে খারাপ আমল করে মারা যাবে) আবার কোনো ব্যক্তি এমন আমল করে যে মানুষ মনে করে সে জাহান্নামী অথচ সে জান্নাতী (মুতুর সময় তওবা করে ভাল আমল করবে) শেষ দেখে আমলের বিচার হবে।

(বুখারী)

বড় বুয়র্গ হওয়ার কারণে যা ইচ্ছা তাই বলবে বা শিরক কুফর যাই করুক তা গ্রহণযোগ্য হবে এটা ইসলাম নয় বরং নবীদের পর্যন্ত হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে, শিরক করলে তাদের আমল নষ্ট হতো। রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে পর্যন্ত একই কথা বলা হয়েছে,

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الزمر/ ٦٥]

তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বেও (নবীদের প্রতি) এই ওহী হয়েছে যে যদি তুমি শিরক করো তবে তোমার সকল আমল বিনষ্ট হবে।

(সুরা যুমার/৬৫)

কারামত ওলী হওয়ার দলীল নয়

কোনো একজন হক্কানী পীর আসমানে উড়ে বেড়ান বা পাতালে ভেসে বেড়ান এসব বলেও তার কুফরী কথাকে গ্রহণযোগ্য করা যাবে না কারণ কারামত ওলী হওয়ার দলীল নয়। হিন্দু যোগীরা বা খৃষ্টান জাদুকররাও তো অনেক প্রকারের অলৌকিক ঘটনা দেখায়। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে দাজ্জালে হুকুমে বৃষ্টি হবে, তার ইশারায় আল্লাহর ইচ্ছায় মৃত মানুষ জীবিত হবে এসব কোনো কিছুই দাজ্জালকে বা হিন্দু যোগীদের আল্লাহর ওলী বানাতে পারে না। আল্লাহর ওলী হওয়া যায় শরীয়তের উপর আমল কলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। বায়জীদ বুস্তামী (رح) বলেন,

لو نظرتم الى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي وحفظ حدود الشريعة

যদি তোমরা এমন কাউকে দেখো যাকে কারামত (অলৌকিক ঘটনা) দেওয়া হয়েছে এমনকি সে বাতাসে উড়ে বেড়ায় তবু তোমরা ধোঁকায় পড়ে যেওনা বরং লক্ষ্য করো আল্লাহর আদেশ নিষেধ এবং শরীয়তের বিধিবিধান সে কতটুকু মেনে চলে।

(লিসানুল মিয়ান ইবনে হাযার আল আসকালানী)

রুহুল মায়ানীতে বর্ণিত আছে হাল্লাজকে যখন হত্যা করা হয় তখন তার রক্তের প্রতিটি ফোটা মাটিতে পড়ার পর আল্লাহ লিখিত হয়ে যাচ্ছিল। এমন আরও অনেক কাহিনী বর্ণনা করে হাল্লাজকে ওলী প্রমাণ করা হয় এবং তার কথাকে সঠিক প্রমাণ করা হয়। আমরা বলব এ কাহিনী সঠিক হয়ে থাকলেও তার মাধ্যমে আল্লাহর শরীয়তের বাইরে যাওয়া যাবে না হাল্লাজ কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে এটাই সত্য কথা যদিও তার শত সহস্র অলৌকিক ঘটনা থাকে। ইবনে কাছীর বলেন,

البداية والنهاية - (ج ١١ / ص ١٥٩)

وقد اتفق علماء بغداد على كفر الحلاج وزندقته. وأجمعوا على قتله وصلبه، وكان علماء بغداد إذ ذاك هم الدنيا

বাগদাদের আলেম ওলামারা হাল্লাজ কাফির ও যিনদিক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা করেছিল এবং তাকে শুলে চড়িয়ে হত্যা করার ব্যাপরেও তারা ইজমা করেছিল আর সেসময় বাগদাদের

আলেমরাই সারা দুনিয়া বলে গণ্য হতেন।

(আল বিদায়া ওয়া আন নিহাইয়া)

ইব্রাহীম ইবনে উমর আর বকাযী বলেন,

وَأَنَا لَا أَشُكُّ أَنَّ الْحَلَّاجَ وَابْنَ عَرَبِيٍّ وَابْنَ الْفَارُضِ ، وَأَتْبَاعَهُمْ يَكُونُونَ فِي النَّارِ تَحْتَهُ وَتَحْتَ آلِهِ يَشْرِبُونَ عَصَارَتَهُمْ

আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, হাল্লাজ, ইবনে আরাবী, ইবনে ফারিদ এবং তাদের অনুসারীরা জাহাহান্নামে ফিরআউন এবং তার বংশধরদের নিচ তলায় থাকবে তাদের শরীর হতে নির্গত রক্ত ও পূজ গলধঃকরন করবে(নাউযু বিল্লাহ)। কারণ তারা ফিরআউনকে সত্যবাদী এবং মুক্তিপ্রাপ্ত মনে করে।

(নাজমুদ দুরার)

শরীয়ত দ্বারা যা প্রমানিত হবে কারামত দ্বারা তা বাতিল করা যাবে না। তাছাড়া সুফীরা যেসব আজগুবী ঘটনা বর্ণনা করে তার প্রায় শতভাগই মিথ্যা একটু চিন্তা করলেই যার অসরতা প্রমানিত হয়। ওয়ু ছাড়া আব্দুল কাদের জিলানীর নাম নিলে গায়ের লোম কেটে পড়ে যাওয়া। আব্দুল কাদের জিলানী একদিন এক গোরস্থানের পাশ দিয়ে দৌড়িয়ে যাচ্ছিলেন কবরের সমস্ত মূর্তা তার পিছে দৌড় শুরু করল। ওয়াজ করুনী বেলাল (رحمته) এর ব্যাপারে আল্লাহর সাথে ভিষণ তর্ক বিতর্ক করে তার আয়ু ৭ দিন থেকে ৭০ বছরে উত্তীর্ণ করল এবং সেসময় তিনি মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইলকে লাঠি দ্বারা তাড়া করলেন। রাবেয়া বসরী কবরে যাওয়ার পর মুনকার নাকীর যখন প্রশ্ন করল তোমার রব কে? তখন তিনি বললেন তোমার রবকে প্রশ্ন করো আমি কে। (নাউযু বিল্লাহ) কেউ চিন্তা করলনা যে রাবেয়া বসরী যদি একথা বলেও থাকে তবে কে এটা শুনল। সম্ভবত মৃত্যুর পর রাবেয়া বসরী আবার দুনিয়াতে ফিরে এসে কাউকে এ বিরতের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। যাই হোক এসব কাহিনী যে নিরেট মিথ্যা সে বিষয়ে সন্দেহ করলে ঈমান থাকে না। অথচ ওরা বলে এসব ওলীদের কারামত এসব অবিশ্বাস করলে ঈমান থাকেনা। সায্যিদুল কায়েনাৎ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহর হাদীস বলে দাবী করলেও আমরা সনদ ছাড়া তা গ্রহণ করি না। কত সহস্র কোটি হাদীসকে জাল বা জর্জফ বলে পরিত্যগ করা হয়েছে তাতে ঈমান নষ্ট হয়নি আর এসব কাহিনীর তো সনদ নেই, উৎস নেই, যিনি বর্ণনা করছেন তিনি গাধার চেয়েও বেশি নির্বোধ। যদি প্রশ্ন করা হয় কোথায় পেয়েছেন তবে রেগে বাঘের মত চিৎকার করে বলবেন,

- আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে?

এসব কাহিনী আত্মীকার করলে নাকি ঈমান থাকবে না। ঈমান কি এসব বেঈমানদের কথা অনুযায়ী চলে? আমরা কারামত মানি কিন্তু তার মানে এই নয় যে যে যা বলবে যাচায় বাছায় না করে তাই মেনে নেব। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

« كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ »

যদি কেউ যা শোনে (যাচায় বাছায় না করে) তাই বলে বেড়ায় সে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

রাস্তার পাশে কত হকারকে বলতে শুনি অমুক পাগল চুলার মধ্যে পা ঢুকিয়ে ভাত রান্না করেছিল ওয়াজের মাঠে কোনো এক পীরের ঘনিষ্ঠ সাগরেদ চিৎকার করে বলতে পারেন আমাদের হুজুরের পরদাদা একবার অমুক গ্রামের স্কুল মাঠে ওয়াজ নসীহত করছিলেন হাজার হাজার লোক থালা বাটি কলসীতে পানি ভরে হুজুরের নিকট হতে দোয়া পড়ে নিতে আসল হুজুর মঞ্চ হতেই এমন এক ফু দিলেন যাতে শত সহস্র কলসী বোমার মত চটাস পটাস করে ফেটে গেলো। এ কাহিনী শোনার সাথে সাথেই গাধার মত মেনে নেওয়া মুসলিমদের অভ্যাস নয়। মুসলিমরা যাচায় বাছায় করে নিশ্চিত না হয়ে কোনো বিষয়ে কথা বলে না।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء/ ٣٦]

তুমি না জেনে কোনো কিছুর অনুসরণ করো না নিশ্চয় কর্তৃক চক্ষু এবং বোধ শক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

(আল ইসরা / ৩৬)

কোনো মাজারের খাদিম, যে তার মৃত পীরকে সাজদা করে সে একটা কাহিনী বলবে বা কোনো পীরের খলীফা স্বীয় মস্তিষ্ক হতে কোনো রূপকথা শোনাবে আর বার বার ভয় দেখিয়ে বলবে,

- এই কাহিনী বিশ্বাস না করলে কিন্তু ঈমান থাকবে না।

আমরা এদের এই ফতওয়ার পরওয়া করিনা। আমরা বলি,

هَآؤَآ بُرْهَآنُكُمْ إِن كُنْتُمْ صَآدِقِينَ [البقرة/ ১১১]

সত্যবাদী হয়ে থাকলে প্রমাণ হাজির করো।

(বাকারা / ১১১)

আমাদের দেশে প্রায়ই কিছু কাগজের চিরকুঠ প্রকাশিত হয় যেখানে উল্লেখ থাকে অমুক মাজারের খাদিম আল্লাহর রসুলকে সপ্নে দেখেছে বা তাকে প্রকাশ্যে তার পীরবাবার মাজারের মিনার হতে বের হতে দেখেছে (নাউয়ু বিল্লাহ)। সেই কাগজে লেখা থাকে এই কাহিনী বিশ্বাস না করলে পুত্র মারা যাবে, ব্যাবসায় লস হবে। বিশ্বাস করলে সাথে সাথে চাকুরী হবে ইত্যাদি আমি ওরকম কোনো কগজ হাতে পেলেই ছিড়ে ফেলি আর চিন্তা করি বাংলাদেশের মাটি শয়তানের জন্য কত উর্বর!

যা বলছিলাম। আশ্চর্য কাহিনী শুনিye বা কারামতের কসরত দেখিয়ে কোনো শরীয়ত বিরোধী কাজকে ভাল প্রমাণ করা যাবেনা মরা ঘোড়াকে ঘোড়াপীর নামে আখ্যায়িত করে তার মাজারে সাজদা করা যাবে না। মানসুরে হাল্লাজ, ইবনে আরাবী, ইবনে সাবঈন, এসব মুরতাদ মুলহীদের আল্লাহর ওলী প্রমাণ করা যাবে না। মুহাম্মাদী শরীয়তের অনুসরণ করেই আল্লাহর ওলী হতে হবে।

আল্লাহ যে কুধারণা করতে নিষেধ করেছেন এর অর্থ এই নয় যে, সকল প্রকারের পাপ কাজ নিরবে সহ্য করতে হবে।

দেখা যাচ্ছে তাসাউফ পন্থীরা বারবার হুশিয়ার করে বলছেন,

যদি কোনো আল্লাহর ওলী কুফরী কথা বলেন তবে সেটার শরীয়ত সম্মত ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি সম্মানীত আল্লাহর ওলী এতটাই বেপরওয়া কথা বলে থাকেন যার শরীয়ত সম্মত ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় তবে মনে করতে হবে কথাটির অন্য কোনো অর্থ আছে যা আমি বুঝতে পারছি না।

কিন্তু কেনো? কেনো আমাকে এত ধৈর্য্য অবলম্বন করতে হবে? কেনো এই আল্লাহর ওলী এমন নিকৃষ্ট কাজ করবে আর আমাকে তা মুখ বুজে সহ্য করতে হবে?

কারণ আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات/১২]

হে ঈমানদাররা তোমরা অধিকাংশ ধারণা থেকে দূরে থাকো কারণ কিছু ধারণা পাপ।

(হুজুরাত/১২)

ছানাউল্লাহ পানিপথী এই আয়াতটিকে দলীল হিসাবে ব্যবহার করে ইবনে আরাবী, ইবনে সাবঈন, ইবনে ফারিদ ইত্যাদি কাফিরদের বিপক্ষে কিছু বলতে চরমভাবে নিষেধ করেছেন। এসব মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা যাবে না। একজন মদ্যপকে প্রকাশ্য মদ পান করতে দেখে তাকে খারাপ মনে করাটা এই আয়াতের মধ্যে পড়ে না তা কি এই তাফসীরকারক বুঝতে পারলেন না। এখানে ধারণা করতে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু নিজ চোখে কাউকে জিনা করতে দেখলে বা নিজ কানে কাউকে কুফরী কথা বলতে শুনলেও তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা যাবে না তবে কি বলতে হবে ফিরআউন বা ইবলিশ সম্পর্কেও মুসলিমরা নিরব থাকবে? সুফীদের কেউ কেউ অবশ্য তা বলেছে। কিন্তু আমরা বলব না। যারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, ইসলামকে গ্রীক দর্শনের ওয়াহদাতুল উয়ুদের মধ্যে মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করে তাদের সম্পর্কে আমরা নিশ্চয় খারাপ ধারণা করব। তাদের আমরা পথভ্রষ্ট যিন্দিক মনে করি। এরা বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেন,

তুমি চোখে যা দেখছো আসলে তো ব্যাপারটি তেমন নাও হতে পারে। এবিষয়ে ছানাউল্লাহ পানিপথী তাফসীরে মাজহারীতে একটি শিক্ষণীয় কাহিনী বর্ণনা করেছেন,

এক ব্যক্তির চারিদিকে সুনাম ছিল তার নিকট অনেকে ভিড় করত তিনি একাকী আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়া পছন্দ করতেন তিনি একটি কৌশল করলেন যাতে তার নিকট আর কেউ না আসে। একটি মদের বোতলে পনি ভর্তি করে শহরের রাস্তায় রাস্তায় তা পান করে বেড়াতেন সবাই মনে করল তিনি এখন মদ পান শুরু করেছেন তাই আর কেউ তার নিকট আসল না তিনি আরামে ইবাদত করতে শুরু করলেন।

কাহিনীটি বর্ণনা করার পর তাফসীর প্রণেতা প্রশ্ন করছেন,

- এতে কি সমস্যা আছে?

তাসাউফের দৃষ্টিতে এই বুয়র্গ ব্যক্তির কোনো দোষ না থাকলেও শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করলে তিনি তিনটি অপরাধ করেছেন,

১. যারা জ্ঞান শিখতে চাই তিনি তাদের বিতাড়িত করেছেন আর আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

জানা না থাকলে যারা জানে তাদের নিকট জেনে নাও।

(নাহল/৪৩)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار

যাকে কোনো জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় আর সে তা গোপন করে তবে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পড়ানো হবে

(তিরমিযী, ইবনে মাযা, মিশকাত, মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম, যাহাবী, আলআরনাউত আলবানী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

২. তিনি মদ পান করেন নি কিন্তু সবাইকে দেখিয়েছেন যে, আমি মদ পান করি শরীয়তে কোনো হারাম কাজ করা যেমন পাপ মানুষের নিকট তা প্রকাশ করা আর একটি পাপ। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملاً بالليل ثم يصبح وقد ستره الله . فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا

এটাও একটা বেহায়াপনা যে কোনো ব্যক্তি রাত্রে কোনো খারাপ কাজ করে আল্লাহ সেটি গোপন রাখেন সকালে সে বলে হে অমুক আমি গত রাতে এই খারাপ কাজ করেছি।

(মিশকাত, বুখারীতে কাছাকাছি বর্ণনা আছে)

একজন ব্যক্তির নিকট নিজেকে খারাপ হিসাবে তুলে ধরা যদি বেহায়াপনা হয় তবে পুরো শহরবাসীর নিকট নিজেকে মদ্যপ মাতাল হিসাবে প্রকাশ করাটা কত মারাত্মক অপরাধ একবার চিন্তা করুন।

৩. এই বুয়র্গ ব্যক্তিকে মদ পান করতে দেখে শহরের আরও অনেক মদ্যপ উৎসাহিত হবে তাদের গোনার ভার এই বুয়র্গের ভাড়ে জমা হবে।

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزَرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا

যে কেউ ইসলামে কোনো খাবাপ বিষয় চালু করে তবে তারপর যত লোক তার উপর আমল করবে তাদের গোনাহের সমান গোনা তার আমল নামায় লেখা হবে।

(মুসলিম)

তাহলে শরীয়ত অনুযায়ী বুয়র্গ ঠিক কাজ করেন নি।

ছানাউল্লাহ পানিপথীর এই কাহিনীটি উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো অনেক কিছু বাইরে থেকে খারাপ মনে হতে পারে কিন্তু ভিতরে সেটা ভাল সুতরাং পীর বুয়র্গদের খারাপ কিছু করতে বা বলতে দেখলে চূপ করে মেনে নাও প্রতিবাদ করো না। এভাবে একজন মুসলিমের ঈমানী তেজকে ভোতা করে

ফেলা হয়। যার উচিত ছিল খারাপ কাজকে দেখা মাত্র ঈমানী জোশে বলিয়ান হয়ে তরবারী আঘাতে তা প্রতিহত করার তাকেই কি না উপদেশ দেওয়া হচ্ছে আপন শ্রদ্ধেয় শায়খকে পরজীবীর সাথে জিনা করতে দেখলে বা কুফর শিরকের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখলেও মনে করো তিনি ঠিকই করছেন হয়ত ভিতরে কোনো ব্যাপার আছে। বাড়ি ফিরে নিজের বিছানায় বিবিকে অন্য পুরুষের সাথে দেখেও খারাপ ধারণা করো না বরং মনে করো পুরুষটি তুমিই।

এমন আরও অনেক গল্প বলা হয় যার মাধ্যমে কুফর ও পাপ কাজের প্রতি মুমিনদের যে সহজাত রাগ ও ঘৃণা তা নষ্ট করে ফেলা হয়। এবং শায়খ বা পীরকে আল্লাহ রব্বুল আলমীনের স্থানে বসানো হয়। এখানে মুসা (عليه السلام) এর সাথে খিজির (عليه السلام) এর ঘটনাকে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়। মুসা (عليه السلام) যেমন খিজির (عليه السلام) এর কাজ খারাপ মনে করে প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু আসলে তা ভালই ছিল তেমনি এসব সুফী দরবেশদের কাজ প্রকাশ্যে শিরক কুফর মনে হলেও তা মূলত ভাল। এ ভ্রান্তি আমরা পূর্বেই অপনদোন করেছি আমরা বলেছি যে খিযির (عليه السلام) ভিন্ন শরীয়তের অনুসারী ছিলেন তখন এক নবীর শরীয়ত অন্য নবীর শরীয়তের থেকে ভিন্ন হওয়াটা সম্ভব ও স্বাভাবিক ছিল কিন্তু এখন তা সম্ভব নয় তাই এ দলীল মোটেও গ্রহন যোগ্য নয়। তাছাড়া আল্লাহ (ﷻ) মুসা (عليه السلام) কে খিজির (عليه السلام) সম্পর্কে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে

إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك

দুই সমুদ্রের মিলন স্থলে আমার এক বান্দা আছে যে তোমার চেয়েও বেশি জ্ঞানী।

(বুখারী ও মুসলিম)

তাই মুসা (عليه السلام) এর জন্য খিজির (عليه السلام) এর যে কোনো কাজ নিরবে সহ্য করাই স্বাভাবিক ছিল কারণ তার নিকট খিজির (عليه السلام) সম্পর্কে আল্লাহর স্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে। মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কেও আল্লাহ (ﷻ) এর স্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে যে তিনি তার রসুল এবং তার আদেশ ছাড়া কিছুই করেন না। সেকারণে মুহাম্মাদ (ﷺ) যা কিছু বলেছেন বা করেছেন কোনোরূপ প্রশ্ন না করে আমরা তা মেনে নিই। কিন্তু নবীরা ছাড়া আর কেউই নিষ্পাপ নয় এখন কারও ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ হতে সাক্ষ্য বিদ্যমান নেই যে, অমুক কোনো পাপ করতে পারে না তাই শায়েখ মাশায়েখ পীর ফকীর সকলের কাজই এখন শরীয়তের মাপকাঠিতে বিচার করে দেখতে হবে কতটুকু গ্রহণযোগ্য আর কতটুকু বর্জনীয়। কাউকে হারাম কুফর করতে দেখেও বিভিন্ন শয়তানী সংশয়ে লিপ্ত হয়ে সেই হারাম কাজটির প্রতিবাদ করা হতে বিরত হওয়া ইবলিশের ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। যে ব্যাক্তি মদের আড্ডাতে যাওয়া আসা করে তার ব্যাপারে কুধারণা করতে দোষ নেই একথা রুহুল মাআনীতেই বলা হয়েছে। যদিও এই ব্যাক্তিকে সরাসরি মদ পান করতে দেখা যায় নি। কারণ তার উচিত ছিল নিজেকে সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে নিক্ষেপ না করা। যেমনটি বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) একদিন তার স্ত্রী সাফিয়্যার সাথে ছিলেন তখন তার পাশ দিয়ে এক আনসার সাহাবী যাচ্ছিলেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর ভয় হলো এই আনসার সাহাবী হয়তো কোনো কু ধারণা করে বসতে পারে তাই তিনি বললেন, (هذه صفيّة) এ হলো আমার স্ত্রী সাফিয়্যা (বুখারী) একজন মুমিনের উচিত নিজেকে অপবাদের সন্দেহে না জড়ানো যে মুসলিম রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাত থেকে গাফিল হয়ে এমন কিছু প্রকাশ করে যা তাকে নিন্দনীয় প্রমান করে তবে তার নিন্দা করায় কোনো পাপ নেই যদিও সে

ঐ কাজ না করে থাকে। সে উক্ত কাজ না করলেও দোষী। যে কাজ করেনি তার বোঝা নিজের কাছে তুলে নিয়েছে কেনো?

একজন মুরীদ দেখল তার পীর এলাকার সুপরিচিত এক বেশ্যার সাথে একটি ঘরে প্রবেশ করল মুরীদটি মনে করল সম্ভবত পীরবাবার স্ত্রী ঐ মহিলার রূপ ধরে ঘরে প্রবেশ করেছে। একজন মহামান্য আলেমকে দেখা গেল রাস্তার পাশে বসে থাকা এক মারেফতী ফকীরকে মদ কিনে দিচ্ছেন তার পুত্র তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, বাবা, মদ এদের পেটে যাওয়া মাত্র মধু হয়ে যায়। এ ধরনের দর্শনের ক্ষতিকর প্রভাব কতদূর তা কি আপনি অনুভব করতে পারছেন? এভাবে প্রতিটি হারাম কুফরকে মেনে নেওয়া হবে, অশ্লীল কাজকে সহ্য করা হবে। শরীয়ত ধ্বংস হবে।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [النور/ ১৭]

নিশ্চয় যারা চায় মুমিনদের মধ্যে অশ্লীল কাজ ছড়িয়ে পড়ুক তাদের জন্য দুনিয়াতে ও আখিরাতে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(নুর / ১৯)

আমরা মানুষ আমরা অনেক কিছু জানি অনেক কিছু জানি না আমরা যা জানি তার উপর নির্ভর করেই ফয়সালা দিই যার বিরুদ্ধে ফয়সালা দিই যদি তার কোনো শরীয়ত সম্মত ওযর থেকেও থাকে তবু আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। উহুদের যুদ্ধে হুযাইফা (رضي الله عنه) এর বাবা ইয়ামেনকে মুশরিকদের কাতারে পেয়ে মুসলিমরা মুশরিক মনে করে তাকে হত্যা করেন (বুখারী) এ কারণে তারা অপরাধী বা পাপী হন নি। ধরুন একজন পীর মুরীদের সামনে বায়ু ছাড়লেন মুরীদ স্পষ্টই নাকে ও কানে বিষয়টি অনুভব করল পীর মুরিদটিকে কোনো কাজে বাইরে পাঠালেন মুরিদটি দ্রুত কাজ সেরে ফিরে এসে দেখল পীরবাবা তখনও আগের স্থানে যেভাবে বসে ছিলেন সেভাবে বসে আছেন। পীরবাবা কিন্তু এই ফাকে ওয়ু সেরে এসেছেন মুরিদ আসার সাথে সাথেই তাকে সাথে নিয়ে পীরবাবা সলাত আদায় করতে শুরু করলেন। একই ঘটনা দু তিন দিন ঘটল চতুর্থ দিনে মুরীদ পীরকে প্রশ্ন করলে পীর সাহেব রেগে মেগে আগুন হয়ে বললেন,

- জানো না পীরকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা যায় না!

এখন মুরীদের কি করা উচিত?

মুরীদ যদি পীরকে প্রশ্ন করে এবং কোনোরূপ সদুত্তর না পেলে উক্ত পীরকে পরিত্যাগ করে তবে শরীয়তে এ কাজ ভীষণ প্রসংগিত ও পুরস্কার প্রাপ্ত কিন্তু হানউল্লাহ পানিপথী বা আল আলুসী আমাদের যা শিখাচ্ছেন সে অনুযায়ী মুরিদ এখানে চুপ থাকবে এবং আপন পীর সম্পর্কে কোনরূপ কুধারণা করবে না। মুরীদ কি একবারও প্রশ্ন করতে পারে না যে,

- পীরবাবা এমন হেয়ালী কেনো করবেন? কেনো তিনি মুরীদকে এভাবে পরীক্ষা করবেন? এভাবে মুরীদকে ধোঁকায় ফেলা কতটুকু শরীয়ত সম্মত হবে?

এখানে পীর মনে মনে ওয়ু সেরে নিচ্ছেন সেটাই দেখা হচ্ছে। অনুরূপ আরও অনেক কাহিনী কি ঘটতে পারে না যেখানে পীর বসেই থাকল গোপনে ওয়ু সেরে আসল না আর মুরীদ তাকে ওভাবে

দেখে মেনে নিল পীরকে কোনো প্রশ্নই করল না। একবার চিন্তা করুন তো এভাবে মুসলিমদের গাথা বানিয়ে ফেলতে পারলে কত সহজেই অল্প কিছু ভণ্ড পীরের মাধ্যমে মুসলিমদের ঈমান আকীদা ধ্বংস করে ফেলা যায়। এ ধরনের কাজে শয়তান নিশ্চয় খুশি হবে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন চরম বেজার হবেন কারণ মানুষকে মানুষের উপর প্রভু হয়ে বসার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি বরং আল্লাহই একমাত্র ইলাহ তাকেই ইবাদত করতে হবে তার হুকুমের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে তাকে থামানোর চেষ্টা করতে হবে সক্ষম না হলে অন্তরে ঘৃণা করতে হবে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হবে। এটাই ইসলাম আর তাসাউফ পন্থিরা আমাদের যা শিখাচ্ছেন তা পীরকে বা ওলীকে রব মেনে নেওয়ার সমান। প্রথম উদাহরণটিতে যদিও পীর ওয়ু সেরে নিয়েছেন কিন্তু মুরিদের উপর ওয়াজিব তার প্রতিবাদ করা পীর তখন প্রকৃত ঘটনা খুলে বললে তো সব মিটেই গেল যদি তিনি তখনও খুলে না বলেন তবে মুরীদের উচিত উক্ত পীরকে চরম পাপী বা কাফির মনে করা কারন মুরীদ তার জ্ঞান অনুযায়ীই চিন্তা করবেন এতে তার কোনো দোষ নেই বরং পীরই এখানে দোষী কারন সে নিজেকে সন্দেহের মধ্যে নিপতীত করেছে।

ভাল অর্থেও কুফরী কথা ব্যবহার করা বৈধ নয়

তাসাউফ পন্থিরা যে বারবার বলছেন মানছুরে হাদ্জ বা ইবনে আরাবী যে সব কুফরী কথা বলেছে যেগুলোর ভিতরে কোনো ভাল অর্থ আছে সেই ভাল অর্থটিই উদ্দেশ্য। তাদের বুঝতে হবে যে, ভাল অর্থেও কোনো কুফরী কথা ব্যবহার করা যাবে না। মুসলিমরা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উদ্দেশ্যে সম্মানের সহিত (رَاعِنًا) শব্দ ব্যবহার করত যার অর্থ আমাদের প্রতি লক্ষ করুন ইয়াহুদীরা ইবরানী ভাষায় এই শব্দটিকে গালী হিসাবে ব্যবহার করত। যখন তারা শুনল মুসলিমরা রসুল (ﷺ) কে এই শব্দ দ্বারা সম্মোধন করে তখন তারাও এই শব্দটি রসুলের সানে খারাপ অর্থে ব্যবহার শুরু করে (বায়দাবী) আল্লাহ তখন মুসলিমদের সতর্ক করে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [البقرة/ ১০৬]

হে ঈমানদাররা তোমরা রাইনা (رَاعِنًا) বল না বরং বলো উনযুরনা (انظرنا) এবং মনযোগ দিয়ে শোনো আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

(বাকারা/১০৪)

যদিও সাহাবারা শব্দটিকে সম্মানের অর্থেই ব্যবহার করতেন কিন্তু যখনই শব্দটির সাথে খারাপ অর্থ জড়িয়ে গেল তখন সেটি পরিত্যাগ করতে আদেশ করা হলো আর এমন একটি শব্দ শেখানো হলো যাতে উদ্দেশ্যও হাসিল হয় অর্থের গোলাযোগও না ঘটে। সুতরাং ভাল অর্থে একটি ভাল শব্দই ব্যবহার করতে হবে কুফরী কালাম নয়। কুফরী কালাম মুখে উচ্চারণ করলেই কোনো ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে যদিও সে ভাল অর্থে সেটি ব্যবহার করে।

মুন্না আলী কারী ফিকহে আকবারের শরাহতে বলেন,

ولو تلفظ بالكفر طائعا غير معتقد له يكفر

যদি কেউ সোচ্ছায় কুফরী কথা মুখ দ্বারা বের করে তবে সে কাফির হয়ে যায়, যদিও সে তা বিশ্বাস না করে।

(শারহে ফিকহে আকবার)

হাল বা ওজুদ

এটাই তাসাউফ পন্থীদের শেষ অস্ত্র। তারা বলে,

মানসুরে হাল্লাজ, ইবনে আরাবী বা অন্য যে কারও পক্ষ হতেই কুফরী কথা বর্ণিত আছে তারা সে কথা হাল বা ওজুদের হালতে বলেছে। হাল বা ওজুদ বলতে তারা বোঝায় এমন এক অবস্থা যখন কোনো ওলী আল্লাহর প্রেমের ধ্যানে মগ্ন হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে যেহেতু তখন উক্ত ওলীর স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি অবশিষ্ট থাকে না তাই তখন সে যে কুফরী বা হারাম কথা বলে তা ধার্তব্য হয় না। তাসাউফ পন্থীদের চরম বদ অভ্যাসগুলোর মধ্যে একটি হলো আল্লাহর ক্ষেত্রে ইশক (عشق) শব্দ ব্যবহার করা যার অর্থ প্রেম। একজন ছেলের সহিত একটি মেয়ের যে সম্পর্ক থাকে তাকেই আরবীতে ইশক বলে। একারণে আপনি দেখবেন তারা ওয়াজ নসীহতে বারবার আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ককে নারী পুরুষের সম্পর্কের সাথে তুলনা করে। ওদের উপর আল্লাহর অভিযাপ বর্ণিত হোক, কত নিকৃষ্ট কাজে ওরা অভ্যস্ত!

فَلَا تُضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل/৭৬]

তোমরা আল্লাহর জন্য উদাহরণ পেশ করো না আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না।

(নাহল/৭৪)

আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়া, বা আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো নিদর্শন দেখার কারনে মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে ভুল ভাল বকতে শুরু করবে এটা আমরা মানি না। বরং একজন বান্দা যত বেশি আল্লাহর নিকটবর্তী হবে তার পক্ষে সামান্য থেকে সামান্যও পাপ করা কঠিন হবে। মানসুলে হাল্লাজ বা ইবনে আরাবীকে আল্লাহ অতি আশ্চর্যের কিছু দেখিয়েছিলেন সে কারণে ধৈর্য অবলম্বন করতে না পেরে কেউ বলেছে,

انا الحق انا الحق

আমিই আল্লাহ আমিই আল্লাহ

আর কেউ বলেছে,

الرب عبد والعبد رب فيا ليت شعري من المكلف

রবই হল বান্দা আর বান্দাই হলো রব কে কার ইবাদত করবে?

এমন হতে পারে না বরং আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শন দেখলে মানুষ বিনম্র হবে যার তাকওয়া ও মারেফাত যত বেশি সে ততটায় বিনয়ী হবে।

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ [المائدة/৮৩, ৮৪]

যখনই তারা রসুলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা শোনে তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রু বিসর্জন করে যেহেতু তারা হককে চিনতে পেরেছে।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ [يوسف/ ২৬]

মেয়েটি ইউসুফের দিকে ঝুকে পড়েছিল আর ইউসুফও ঝুকে যেত যদি না আমার নিদর্শন দেখত এভাবেই আমি তাকে খারাপ ও অশ্লিল কাজ হতে মুক্তি দিলাম সে তো নেক কার বান্দা ছিল।

(ইউসুফ/২৪)

আল্লাহর নিদর্শন দেখার কারণে ইউসুফ (عليه السلام) প্রেশ প্রণয়ের মত নিকৃষ্ট কাজ হতে মুক্তি পেলেন। আর এসব সুফীরা আল্লাহর নিদর্শন দেখার পর রাস্তা ঘাটে কুফরী কালেমার জিকির করে বেড়ায় শয়তানের পথ নবীদের পথের চেয়ে কত আলাদা!

একজন বান্দা আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হবে, আল্লাহ দয়া করে তার অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করবেন এবং তাকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কিছু নিদর্শন দেখাবেন যা অন্যরা দেখিনি এতে কিভাবে উক্ত ওলী এতটা বিগড়ে যেতে পারেন যে কুফর শিরকের জয়গান গাইতে আরম্ভ করবেন? ভাল জিনিসের মাধ্যমে কিভাবে খারাপ ফল আসতে পারে? রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها

আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় করি দুনিয়ার সাজ সরঞ্জাম ও জাকজমকের। যা তোমাদের জন্য (আল্লাহর পক্ষ হতে) খুলে দেওয়া হবে।

একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন,

يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر

হে আল্লাহর রসুল (ﷺ) ভাল জিনিস কি খারাব বয়ে আনে?

রসুলুল্লাহ (ﷺ) কিছুক্ষন নিরব থেকে বললেন,

إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا أكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرناها استقبلت عين الشمس فتلطت وبالت ورتعت وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل - أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة (

অবশ্যই ভাল জিনিস খারাপ বয়ে আনে না দেখো বসন্ত কালে যে ঘাস পাতা জন্মায় তাতে তো অনেক পশু মারা যায় বা মারা যাওয়ার কাছাকাছি পৌছে যায় শুধু সেই পশু ছাড়া যে সবুজ ঘাস খায় যখন তার পেট ভর্তি হয়ে যায় তখন সে সূর্যের দিকে মুখ করে জাবর কাটে প্রসাব করে এই সম্পদ তো খুবই মিষ্টি জিনিস তবে তার জন্য উত্তম যে এটাকে গ্রহণ করে এবং মিসকিন ইয়তীম ও পথিককে দান করে আর যে এটাকে অন্যায় ভাবে অর্জন করে যে তার মত যে খায় কিন্তু তৃপ্ত হয়না ফলে এ সম্পদ কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

অর্থাৎ ভাল জিনিস কখনওই খারাপ বয়ে আনতে পারে না যতক্ষণ সেটা খারাপভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রকৃত পক্ষে তাসাউফ পন্থীরা আল্লাহর দেখানো পন্থা পরিত্যাগ করে নিজেদের খেয়াল খুশি মত তায়কিয়ায়ে নাকস ও ফানা ফিল্লাহ হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ফলে এক সময় তারা ফানা ফিশ শায়তান হয়ে যায় তখন শয়তান তাদের যা বলতে বলে নাচতে নাচতে তাই বলে। আল্লাহর দেখানো পন্থায় ইবাদত করলে কখনই এমন হওয়া সম্ভব নই যেমনটি হয়নি সাহাবা এবং তাদের অনুসারী তাবেঈদের। অনেকে বলেন,

- সাহাবারা তো ছিলেন ভিষণ ধৈর্যশীল তারা আল্লাহর নিদর্শন দেখার পরও ধৈর্য অবলম্বন করতে পারতেন তাই তাদের এমন হাল হতো না।

অনেকের নিকট উত্তরটি খুব পছন্দ হবে। কিন্তু সাহাবা তো একজন ছিলেন না বরং তাদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। তাদের সকলের মর্যাদা ঈমানী জোশ সমান ছিল না। তাদের কেউ কেউ তো কখনও কখনও এমনকি কবীরা গোনা করে ফেলতেন পরে তওবা করতেন যেমনটি মায়িজ ইবনে মালেক (রাঃ) এর ব্যাপারে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন,

أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ

তোমার ব্যাপারে আমি যা শুনেছি তা কি ঠিক? তিনি বললেন আপনি কি শুনেছেন রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমি শুনেছি যে তুমি একটি মেয়ের সাথে সম্পর্ক করেছো। মায়িজ (রাঃ) বললেন হ্যাঁ এবং আরও চারজন ব্যক্তি সাক্ষী দিলে রসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে রজম করতে আদেশ করলেন ফলে তাকে রজম করা হলো।

(মুসলিম)

পরে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন,

«لَقَدْ تَابَ ثَوْبَةُ لَوْ قُضِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْ سَعَتْهُمْ»

সে এমন তাওবা করেছে যা পুরো উম্মাতকে ভাগ করে দিলে যথেষ্ট হতো। (মুসলিম)

এভাবে কা'ব ইবনে মালিকে (রাঃ) এর তাবুক যুদ্ধ হতে পিছিয়ে থাকা এবং মুসলিমদের পক্ষ হতে ৫০ দিন তার সাথে কথা না বলা, হাতিব ইবনে আবি বালতাআ (রাঃ) এর চিঠি লিখে মুশরিকদের রসুলুল্লাহ (সঃ) এর অভিযানের খবর বলে দেওয়া, আবু লুবাআ (রাঃ) এর পক্ষ হতে বানু কুরাইযাকে ইশারা করে বলে দেওয়া যে রসুলুল্লাহ (সঃ) তাদের হত্যা করবেন। ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনা যার প্রতিটিতেই পরবর্তীতে তাদের তাওবা কবুল হয়েছিল। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হক।

এখন কিভাবে তাদের প্রত্যেককে সমান করা যেতে পারে? এককথায় কিভাবে বলা যেতে পারে যে, সাহাবাদের সকলের মানসিক শক্তি এই পর্যায়ে ছিল যে তারা হাল ও ওজদের চাপকে সহ্য করতে পারতেন। যদি সত্যি সত্যিই হাল ওজদ এর হালতে হারাম কুফর শিরক করার ঘটনা সত্য হতো তবে রসুলুল্লাহ (সঃ) একবারও কেনো প্রশ্ন করলেন না,

- হে মায়িজ তুমি এ কাজ ওজদের হালতে করনি তো?

যদি হাল ওজদের কারণে এধরনের ঘৃণিত কাজ ঘটেই তবে লক্ষ লক্ষ সাহাবাদের মধ্যে একজনের ক্ষেত্রেও তা কেনো ঘটল না?

একটা কুমারী মেয়ের কথা চিন্তা করুন যে বিবাহের পূর্বেই পেটে সন্তান ধারণ করেছে। যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো সে বলল,

- আশ্চর্য হওয়ার কি আছে আমার পূর্বে মারইয়ামও তো কোনো পুরুষের সহচর্য ছাড়াই সন্তান জন্ম দিয়েছেন।

এখন কি করবেন? এই জিনাকারীনী মহিলার সুন্দর যুক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে ছেড়ে দেবেন? যদি তাই করেন তবে প্রতিটি জিনাকারী মহিলা এমন বলতে আরম্ভ করবে, আল্লাহর বিধান তখন পরিত্যক্ত হবে। তাসাউফ পন্থীরা আসলে এটাই চান। যে ব্যক্তি স্পষ্ট কুফর শিরক এ লিপ্ত হয় তার পক্ষে শত সহস্র দলীল প্রমাণ হাজির করেন যাতে মুসলিম সমাজে কুফর শিরক ছড়িয়ে পড়ে। চিন্তা করে দেখুন এই মেয়েটি জিনার পক্ষে যে দলীল দেখিয়েছে তা সত্য ঘটনা এমনকি কোরআনে তা উল্লেখিতও হয়েছে তবু তার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। আর মানসুরে হাল্লাজে, ইবনে আরাবী ইত্যাদি তাসাউফপন্থী কাফেরদের পক্ষে যে দলীল হাজির করা হয়েছে কোরানে হাদীসে তো নয়ই এমনকি লক্ষ লক্ষ সাহাবাদের জীবনীতে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার হাদীস পাওয়া যাবে না। তবে তাদের যুক্তি কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? আল্লাহ আমাদের এ ধরনের যুক্তি তর্কের ক্ষতি হতে রক্ষা করুন।

وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ [غافر/৫]

তারা সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য বাতিলের পক্ষে তর্ক করে অতএব আমি তাদের পাকড়াও করলাম আমার শাস্তি কত কঠিন ছিল! (সূরা মুমিন/৫)

تمت بالخير

* গ্রন্থাবলী:

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহু'লা বিদয়াতে দ্বালাহ(বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়্যা (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!' বইয়ের জবাব)

* রিসালাহ(সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):

১৭. ছোটদের আকাইদ
১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসালা মাসায়েল
১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

* ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)

* ভাষা শিক্ষা:

৩০. তাইসীরুল কওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩১. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ)
২. বায়াত (উপন্যাস)
- ৩। ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)
- ৪। সাজির সাজানো ঘর (ছোটদের উপন্যাস)